"أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ "(আরযালুল কুরুনি)তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" অন্তর্ভূক্ত সর্বনিকৃষ্ট মানুষ এর সংজ্ঞাঃ----------পৃষ্ঠা নং-৬১

"أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ " (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " অন্তর্ভূক্ত সর্বনিকৃষ্ট মানুষ বলতে বুঝায় " خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلاَثَة " তথা " সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম),তাবেঈন ও তাবে'- তাবেঈনগণের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণের প্রদত্ত রায়-মতামত , الْاِجْتِهَادُ তথা গবেষণালব্ধ أَلسُّنَّةُ(আসসুন্নাহ) তথা নিয়ম, প্রণীত ফতওয়া , মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের বিরোধী "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ (আরযালুল কুরুনি) তথা " সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " অন্তর্ভূক্ত নিকৃষ্ট উলামাকেরামগণের রায়-মতামত , সিদ্ধান্ত ও মতবাদের হুবহু অনুসারী এবং আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত একমাত্র একটি বেহেস্তী দল أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দল তথা الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)নামে দলটির পরিবর্তে "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ " (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " অন্তর্ভূক্ত নিকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণ কর্তৃক ইসলামের নামের বা ইসলামের গুণাবলীর সাথে সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন নামে গঠিত যে কোন দল-উপদলবদ্ধ মুসলিমই সর্বনিকৃষ্ট সাধারণ মুসলিম ও সর্বনিকৃষ্ট আলিম মুসলিম।

উপরাক্ত বিষয়টিকে আরো অধিক স্পষ্ট করে তোলার জন্য নিম্নে আরো দুটি হাদিস শরীফ উল্লেখ করা হল ।

হাদিস শরীফদ্বয় এই

(১) عن عَبْدِ اللهِ، قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم" خير الناس قرني ، ، ثم الثاني ، ثم الثالث، ثم يَجِيءُ قَوْمٌ لاَ خَيْرَ فِيْهِمْ "(3336) في المعجم الاوسط للطبراني

অর্থঃ- হযরত অব্দুল্লাহ (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন, "-"সর্বোতকৃষ্ট লোক আমার যুগ [প্রথম শতাব্দী,নবী ও সাহাবীগণের যুগ], তারপর দ্বিতীয় শতাব্দী [তাবেঈ'নদের যুগ], তারপর তৃতীয় শতাব্দী [তাবে'-তাবেঈ'নদের যুগ] , তারপর এমন সম্প্রদায় আসবে যাদের মধ্যে কোনই কল্যাণ নাই । আল- মু'জামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৩৩৬ ।

(২) عن عمر بن الخطاب، قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم" خير قرن القرن الذي فيه، ثم الثاني ، ثم الثالث، ثم الرابع فلا يعبأ الله بهم شيئًا" (3425)) في المعجم الاوسط للطبراني

অর্থঃ- হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন, "সর্বোতকৃষ্ট শতাব্দী যে শতাব্দীতে তিনি (আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) ছিলেন, তারপর দ্বিতীয় শতাব্দী[তাবেঈ'নদের যুগ], তারপর তৃতীয় শতাব্দী[তাবে'-তাবেঈ'নদের যুগ] , তাপর চতুর্থ শতাব্দী ,এ শতাব্দীর লোকদের ব্যাপারে আল্লাহ কিছুই গুরুত্ব দেন না , আল- মু'জামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৪২৫ ।

উপরে বর্ণিত হাদিস শরীফসমূহে হিজরী চতুর্থ শতাব্দী থেকে শুরু করে পরবর্তী কিয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত আসন্ন সকল মুসলিমকে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা মহান আল্লাহ তাআ'লার নিকট গুরুত্বহীন ও নিকৃষ্ট লোক হিসেবে অভিহিত করেছেন এবং এটাও বলেছেন যে,

হিজরী চতুর্থ শতাব্দী থেকে শুরু করে পরবর্তী কিয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত আসন্ন মুসলিমগণের মধ্যে কোন কল্যাণ নাই।

"أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ (আরযালুল কুরুনি) তথা " সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " (হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের) অন্তর্ভূক্ত কতক সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম আলিমগণ হচ্ছে পূর্ববর্তী ইয়াহুদি ও খ্রীষ্টান জাতিদ্বয়ের আলিমদের চেয়েও অধিক নিকৃষ্ট । কারণ, পূর্ববর্তী ইয়াহুদি ও খ্রীষ্টান জাতিদ্বয়ের নবীদ্বয় মুসা ও ইসা আলাইহিসসালামগণ তাঁদের জাতিকে বিশেষকরে তাঁদের আলিমগণকে দলে-উপদলে বিভক্ত হওয়ার বিষয়ে সুনির্দিষ্ট সময় দিয়ে তেমন সতর্ক না করায় ধর্ম পরিচালনায় তারা তাদের মূল দল الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ৭১/৭২ দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল । বর্তমানে তাদের জন্য তাদের জাতিদ্বয়ের নবীদ্বয় মুসা ও ইসা আলাইহিসসালামগণের প্রবর্তিত একমাত্র একটি মূল দল الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল থেকে তারা الْفُرْقَةَ (ফুরকাত) তথা বিচ্ছিন্ন হয়ে দলে-উপদলে বিভক্ত অবস্থায়ই ঐশরিক বিধান প্রত্যাখান করে নিজেরা নিজেদের মনগড়া নিয়মে মুসা ও ইসা আলাইহিসসালামগণকে মানছে ও ধর্ম-কর্ম করছে । এভাবেই তাদের ধর্ম-কর্ম কিয়ামত অবধি চলতে থাকবে ।

"أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ (আরযালুল কুরুনি) তথা " সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " (হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের) অন্তর্ভূক্ত কতক সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম আলিমগণকে পূর্ববর্তী ইয়াহুদি ও খ্রীষ্টান জাতিদ্বয়ের আলিমদের চেয়েও অধিক নিকৃষ্ট বলার কারণ এ যে, আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর ইসলাম ধর্মের সাধারণ মুসলিমগণকে বিশেষকরে মুসলিম আলিমগণকে তাঁরই প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র বেহেস্তী দল الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ইয়াহুদি ও খ্রীষ্টান জাতিদ্বয়ের আলিমদের পদাঙ্ক ও দৃষ্টান্ত অনুসরনে ৭৩ দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে যাওয়ার বিষয়ে " خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةَ " তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর " সুনির্দিষ্ট সময় বেঁধে (হিজরী ৩১২ বৎসরের সময় বেঁধে) দিয়ে সতর্ক করা সত্ত্বেও বর্তমান কালের "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ (আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" (হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের) সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম আলিমগণও الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল থেকে الْفُرْقَةَ (ফুরকাত) তথা বিচ্ছিন্ন হয়ে ইসলামের নামে বা ইসলামের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামে বিভিন্ন দলে-উপদলে [1] বিভক্ত হয়ে পড়েছে ।

"أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ "(আরযালুল কুরুনি) তথা " সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " (হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের) অন্তর্ভূক্ত কতক সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম আলিমগণ "خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةَ " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম) , তাবেঈ ও তাবে'- তাবেঈনগণের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামা কেরামগণের প্রদত্ত রায়-মতামত , الْاِجْتِهَادُ তথা গবেষণালব্ধ মতামত, প্রণীত ফতওয়া , মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের হুবহু অনুসরন ও পূর্ণ সমর্থন করার পরিবর্তে ইয়াহুদি ও খ্রীষ্টান জাতিদ্বয়ের

[1] >>**(যেমন উদাহরনস্বরুপ বাংলাদেশে বিদ্যমান তাবলীগ আল-আল-জামাআ'ত, হেফাজতে ইসলাম, নেজামে ইসলাম, খেলাফত মজলিস, জামাআ'তে ইসলাম ইত্যাদি নামে দল-উপদলে<<**

আলিমদের হুবহু অনুকরণে ইসলামের অনূসারীদের জন্য আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি মূল দল اَلْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুস্‌সুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দলে-উপদলে বিভক্ত অবস্থায়ই ঐশরিক বিধান প্রত্যাখান করে নিজেরা নিজেদের মনগড়া নিয়মে মহান আল্লাহ তাআ'লাকে এবং আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে মানছে ও ধর্ম-কর্ম পালন করছে । أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ (আরযালুল কুরুনি) তথা " সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " (হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের) অন্তর্ভূক্ত কতক সর্বনিকৃষ্ট সাধারণ মুসলিম ও আলিমগণ মুসলিমগণের ধর্ম-কর্মও কিয়ামত অবধি ইয়াহুদি ও খ্রীষ্টান জাতিদ্বয়ের মত এভাবেই চলতে থাকবে ।

"أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ"(আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর"(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের) অন্তর্ভূক্ত কতক সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম আলিমগণের আরো একটি দুষ্ট ও নিকৃষ্ট কাজ হচ্ছে এই যে, তারা শিরক-বিদআ'তের (اَلْمَعْنَي الشَّرْعِيُّ لِلشِّرْكِ وَ الْبِدْعَةِ) আইনগত অর্থ তথা শরীয়তী অর্থ না জেনে , ইসলামি শরীয়তে চতুর্থ আইনগত নাম "মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়" (اَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْهَا اَللهُ) [2] এর أُصُوْلٌ বা নীতিমালা সম্পর্কে জ্ঞাণার্জন না করে এবং মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ঘোষিত আদেশ-নিষেধ বহির্ভূত "শরীয়ত সমর্থিত আইন বহির্ভূত ঐচ্ছিক বিষয়" [3] সম্পর্কে পূর্ণভাবে অবহিত না হয়ে আর "بِدْعَةٌ" (বিদআ'তুন) [4] শব্দটির অভিধানভিত্তিক শাব্দিক অর্থের আওতাধীন পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে অনুল্লিখিত, মুসলিম সমাজে নব উদ্ভাবিত, নব আবিস্কৃত, বর্তমান জগতে অস্তিত্বশীল, প্রকাশমান ও মহান আল্লাহ তাআ'লার ইচ্ছায় ভবিষ্যতে কিয়ামত অবধি পর্যায়ক্রমে প্রকাশিতব্য যে কোন নতুন বিষয়কে ধর্মজ্ঞাণে অনভিজ্ঞ থাকা অবস্থাতেই লাগামহীনভাবে-এলোপাথাড়িভাবে এটা বিদআ'ত , ওটা বিদআ'ত, এটা শিরক, ওটা শিরক বলে বেড়াচ্ছে । অথচ তাদের শেষ পরিণতি যে দোযখে তারা তা চিন্তা-ভাবনাই করতে পারছেন না । এটা এ জন্য যে, তারা তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ঘোষিত আদেশ-নিষেধগুলো বাস্তবায়নের প্রতি গুরুত্ব না দিয়ে দায়িত্বের বাহিরে অনর্থ-বাজে কঠিন দূর্বোধ্য জ্ঞানবিবর্জিত বিতর্কিত বিষয়ে /কাজে তারা নিমগ্ন হয়ে পড়েছেন ।

এরা ইসলাম ধর্মের অনূসারী দাবিদার মুসলিম সমাজে ফাসাদসৃষ্টিকারী, অদূরদর্শী, অপরিণামদর্শী, নিকৃষ্ট ও দুষ্ট আলিম । এসমস্ত নামধারী আলিমগণ মুসলিম সমাজে তারা আলিম বলে পরিচিত হলেও কিন্তু মহান আল্লাহ তাআ'লার নিকট তারা মূর্খ হিসেবে গণ্য ।

কাজেই, এখানে আমি "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ (আরযালুল কুরুনি) তথা " সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " (হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের) সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম সম্পর্কে আলোচনা করব না । কারণ, এরা হচ্ছে মুসলিম সমাজে নামধারী বাহ্যিক মুসলিম । মহান আল্লাহ তাআ'লার নিকট

---

[2] ইসলামি শরীয়তে চতুর্থ আইনগত নাম "মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়" (اَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْهَا اَللهُ) সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ২৫৯ পৃষ্ঠা দেখুন ।

[3] ***যে সব বিষয়ে মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আদেশ-নিষেধ না দিয়ে চুপ রয়ে গেছেন উহাকেই "শরীয়ত সমর্থিত বিষয়" বলে ।**

* **যে সব বিষয়ে মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আদেশ-নিষেধ না দিয়ে চুপ রয়ে গেছেন উহাকেই অন্যদিকে " আইন বহির্ভূত ঐচ্ছিক বিষয়ও " বলে ।**

[4] **" بِدْعَةٌ" (বিদআ'তুন) শব্দটির অভিধানভিত্তিক শাব্দিক অর্থ ও শরীয়তী তথা আইনগত অর্থ জানার জন্য পৃষ্ঠা নং-৩২৫ দেখুন ।**

এরা বাস্তবে মুসলিম নহে ।

এটা এ জন্য যে,

(১) তারা আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি বেহেস্তী দল اَلْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটির নাম ব্যাবহার করে না, প্রচার করে না এবং اَلْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটির নাম প্রকাশ্যে ব্যবহার করতে সম্মত নয়।

(২) তারা এ টাও জানে না যে, ইসলামের অনুসারীদের জন্য আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি মূল দল اَلْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটির নাম ব্যবহার করা ,মানা ও প্রচার করা ফরজ।

(৩) তারা এ টাও জানে না যে, ইসলামের অনুসারীদের জন্য আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি বেহেস্তী মূল দল اَلْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটির নাম ব্যবহার করা ,মানা ও প্রচার করা হচ্ছে "تَقْوَى الله" (তাকওয়া আল্লাহি) বা আল্লাহভীতি আর ইসলামের অনুসারীদের জন্য প্রবর্তিত মূল দল اَلْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল থেকে اَلْفُرْقَةَ (ফুরকাত) তথা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা হচ্ছে ضَلَالَةِ তথা (পথ) ভ্রষ্টতা ।

(৪) তারা এ টাও জানে না যে, ইসলামের অনুসারীদের জন্য আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি মূল দল اَلْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটির নাম ব্যবহার ত্যাগ করলে মুসলিম থাকে না ।

(৫) তারা এ টাও জানে না যে, ইসলামের অনুসারীদের জন্য আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি মূল দল اَلْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি ত্যাগ করলে তাদের নামাজ-রোজাসহ কোন আমল- ইবাদত কবুল হবে না ।

(৬) তারা এ টাও জানে না যে, ইসলামের অনুসারীদের জন্য আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি মূল দল اَلْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি ত্যাগ করলে মুসলিম মানুষটি তখন পথভ্রষ্ট হয়ে যায় ।

(৭) তারা এ টাও জানে না যে, ইসলামের অনুসারীদের জন্য আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি মূল দল اَلْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটি করা ,মানা ও প্রচার করা হচ্ছে "আল্লাহর আহবানে আহবান" আর ইসলামের অনুসারীদের জন্য প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় মূল দল اَلْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল থেকে اَلْفُرْقَةَ (ফুরকাত) তথা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা হচ্ছে "জাহিলিয়্যাতের আহবানে আহবান" ।

সর্বোপরি أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি ত্যাগ করা

হচ্ছে সুন্নাহ ত্যাগ করা । যেমন আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার একটি দীর্ঘ হাদিস শরীফের একটু খন্ড বাক্যাংশে আছে---------- فَالْخُرُوْجُ وَ أَمَّا تَرْكُ السُّنَّةِ مِنَ الْجَمَاعَةِ " অর্থঃ-الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি থেকে বের হওয়া হচ্ছে السُّنَّةِ (আসসুন্নাহ) ত্যাগ করা । মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৭২৫০। উপরে বর্ণিত ক্রমিকসম্বরসম্বলিত ০৭টি বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা নিম্নে বর্ণিত আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার তিনটি হাদিস শরীফে বিবৃত আছে ।

প্রথম হাদিস শরীফঃ

عَنِ الحَارِثِ الْأَشْعِرِي حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ : " وَ أَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ اللهُ أَمَرَنِيْ بِهِنَّ السَّمْعُ وَ الطَّاعَةُ وَ الْجِهَادُ والْهِجْرَةُ والْجَمَاعَةُ فَإِنَّهُ مِنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيْدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلاَمِ مِنْ عُنُقِهِ إِلاَّ أَنْ يَرْجِعَ وَمَنْ إِدَّعَى دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهُ مِنْ جُثَا جَهَنَّمَ - فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلُ ا للهِ وَإِنْ صَلَّى وصَامَ قَالَ " وَإِنْ صَلَّى وصَامَ فَادْعُوا بِدَعَوَى اللهِ الَّذِى سَمَّا كُمْ الْمُسْلِمِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ عِبَا د اللهِ "

(অর্থঃ- হারিছুল আশআ'রী (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত , তিনি বর্ণনা করেছেন, নিশ্চয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন : এবং আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের আদেশ করছি, আল্লাহ [তাআ'লা] আমাকে ঐগুলোর আদেশ দিয়েছেন, ১. শুনা (শুনতে) ২.আনুগত্য করা (মানতে) ৩. জিহাদ করা (জিহাদ করতে) ৪. হিজরত করা (হিজরত করতে) ৫الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলবদ্ধ হয়ে থাকতে) । অতএব, যে হ এক বিঘৎ (অর্ধ হাত) পরিমান الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটি থেকে الْفُرْقَةَ (ফুরকাত) তথা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল সে তার গর্দান থেকে ইসলামের বন্ধন ছিন্ন করে ফেলল । কিন্তু সে (পূনরায়-মতামত তওবা করে) ফিরে আসলে আসতে পারবে। কিন্তু সে (পূনরায়-মতামত তওবা করে) ফিরে আসলে আসতে পারবে । তবে যে কেহ "জাহিলিয়্যাতের আহবানে আহবান" জানাল সে জাহান্নামের পাথরের (জাহান্নামের ইন্ধনের) অন্তর্ভূক্ত । অতপর, একজন লোক বলল, ইয়া রাসুলাল্লাহ , যদি সে রোজা রাখে এবং, নামাজ পড়ে তবুও, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন, রোজা রাখলে এবং নামাজ পড়লে ও (জাহান্নামের পাথরের <জাহান্নামের ইন্ধনের> অন্তভ©~ক্ত) । তাই, তোমরা "আল্লাহর আহবানে আহবান" কর, যিনি তোমাদেরকে মুসলিম-মুমিন নামে অভিহিত করেছেন হে আল্লাহর বান্দাগণ" ।

আল-মু'জামুল কাবির,তাবারানী, হাদিস শরীফ নং-৩৩৫৩ ,সুনানে তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ২৭৬৩) ।

উপরোক্ত হাদিস শরীফে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা মহান আল্লাহর পক্ষ হতে তাঁর উম্মতকে পাঁচটি বিষয় আদেশ করতে স্বয়ং তিনি নিজেই আদিষ্ট হয়েছেন । তন্মধ্যে الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলবদ্ধ হওয়ার প্রতি নির্দেশনাটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে উল্লেখ করে বলেছেন: যে কেহ الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি ত্যাগ করবে সে আর মুসলিম থাকবে না। তাছাড়া, হাদিস শরীফে এ কথা উল্লেখ আছে যে, الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দলে-উপদলে বিভক্ত অবস্থায়

আমল-ইবাদত করলে উক্ত আমল-ইবাদত মহান আল্লাহ তাআ'লা কবুল করেন না মর্মে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পবিত্র বাণী আছে ।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফঃ

عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم" من عمل لله في الجماعة فأصاب تقبل الله منه ، وإن أخطأ غفر له، و من عمل لله في الفرقة فإن أصاب لم يتقبل الله ، و إن أخطأ تبوأ مقعده من النار"(5170) في المعجم الاوسط للطبراني

অর্থঃ- ইবনু আব্বাস (রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত ,তিনি বলেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন : " যে কেহ "الْجَمَاعَةُ" (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত)নামে দলটির মধ্যে থেকে আল্লাহর (সন্তুষ্টির) জন্য আমল করে আর সে আমলটি যদি সঠিক হয়ে যায় তা হলে আল্লাহ তা কবুল করে নেন, আর তার সে আমলটি যদি ভুল হয়ে যায় তা হলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা রে দেন । আর الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি থেকে الْفُرْقَة (ফুরকাত) তথা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থেকে আল্লাহর (সন্তুষ্টির) জন্য আমল করে আর সে আমলটি যদি সঠিক হয়ে যায় তা হলেও আল্লাহ তার সে আমল কবুল করবেন না , আর যদি তার সে আমলটি ভুল হয়ে যায় তবে সে তার স্থান দোযখে করে নিল " । আল-মু'জামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হাদিস নং-৫১৭০।

তৃতীয় হাদিস শরীফঃ

عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم" من عمل لله في الجماعة فأصا ب قبل الله منه ، وإن أخطأ غفر له، و من عمل يَبْتَغِي الفرقة فأصاب لم يتقبل الله ، و إن أخطأ تبوأ مقعده في المعجم الكبير للطبراني من النار 12303)"

অর্থঃ- ইবনু আব্বাস (রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত ,তিনি বলেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন : "যে কেহ الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটির ভিতরে থেকে আল্লাহর (সন্তুষ্টির) জন্য আমল করে আর সেই আমলটি যদি সঠিক হয়ে যায় তা হলে আল্লাহ তা কবুল করে নেন, আর তার সেই আমলটি যদি ভুল হয়ে যায় তা হলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা রে দেন । আর الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি থেকে الْفُرْقَة (ফুরকাত) তথা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থেকে যাওয়ার ইচ্ছায় আমল করে আর সেই আমলটি যদি সঠিক হয়ে যায় তা হলেও আল্লাহ তার সে আমল কবুল করেন না , আর যদি তার সেই আমলটি ভুল হয়ে যায় তবে সে তার স্থান দোযখে করে নিল " ।আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস নং-১২৩০৩ ।

উপরোক্ত হাদিস শরীফগুলোতে الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলবদ্ধ হয়ে থাকার এবং الْفُرْقَة (ফুরকাত) তথা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা থেকে বিরত থাকার প্রতি এত গুরত্ব দেওয়া হল কেন আর الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল থেকে الْفُرْقَة (ফুরকাত) তথা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে নামাজ-রোজা কবুল হবে না কেন ?

এর উত্তর এই যে, الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলবদ্ধ হয়ে থাকা হচ্ছে "تَقْوَى الله" (তাকওয়া আল্লাহি) বা আল্লাহভীতি

আর الْفُرْقَة (ফুরকাত) তথা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা হচ্ছে ضَلَالَة তথা পথ ভ্রষ্টতা । সেই জন্যেই, الْجَمَاعَة (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল থেকে الْفُرْقَة (ফুরকাত) তথা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে নামাজ-রোজা কবুল হবে না ।

অতএব, কেহ الْجَمَاعَة (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলবদ্ধ হয়ে না থাকলে বুঝতে হবে যে, তার তাকওয়া (تَقْوَى) বা আল্লাহভীতি নেই (অর্থাৎ সে মুত্তাকী তথা পরহেজগার নহে) আর الْجَمَاعَة (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল থেকে الْفُرْقَة (ফুরকাত) তথা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকলে বুঝতে হবে যে, সে ضَلَالَة তথা পথ ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত আছে (অর্থাৎ সে ضَالٌّ তথা পথ ভ্রষ্ট ব্যাক্তি) । কাজেই , যে কেহ ضَلَالَة তথা পথ ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত আছে তার নামাজ, রোজা কবুল না হওয়া একেবারেই নিতান্তই স্বাভাবিক ব্যাপার । কারণ, যে কেহ ضَلَالَة তথা পথ ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত সে ضالّ তথা পথ ভ্রষ্ট । ضَالٌّ তথা (পথ) ভ্রষ্ট ব্যাক্তি দোযখী । যেমন অত্র অধ্যায়ে নিম্নে বর্ণিত আসন্ন তৃতীয় হাদিস শরীফখানাতে আমদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আবু মাসউদ নামে তাঁর একজন সাহাবীকে (রাদিআল্লাহু আনহু) ফিতনা সম্পর্কে বললেন।

চতুর্থ হাদিস শরীফঃ

عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللهِ و الْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكَ وَالْفُرْقَةَ فَإِنَّ هِيَ الضَلَال
وَ إِنَّ اللهَ عَزَّ و جَلَّ لَمْ يَكُنْ لِيَجْمَعَ أُمَّةَ مُحَمَّد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَى ضَلَالَةٍ"
. في المعجم الكبير للطبراني ((14090)"

অর্থঃ-তোমাকে আল্লাহভীতি ও الْجَمَاعَة (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলবদ্ধ হয়ে থাকতে হবে এবং الْفُرْقَة (ফুরকাত) তথা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা থেকে বিরত থাকতে হবে । আর নিশ্চয়ই আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উম্মতকে ضَلَالَة তথা (পথ) ভ্রষ্টতার উপর একত্রিত করবেন না । আল-মু'জামুল কাবির,তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৪০৯০ । উপরোক্ত হাদিস শরীফ খানা থেকে এ কথা বুঝা গেল যে, মহান আল্লাহ তাআ'লা সকল মুসলিম মানুষকে ضَلَالَة তথা পথ ভ্রষ্টতার উপর একত্রিত করবেন না ।

এর অর্থ হল এ যে, যেহেতু الْجَمَاعَة (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটি থেকে الْفُرْقَة (ফুরকাত) তথা [5] দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া হচ্ছে ضَلَالَة তথা পথ ভ্রষ্টতা সেহেতু সকল মুসলিম মানুষকে মহান আল্লাহ তাআ'লা الْجَمَاعَة (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি থেকে الْفُرْقَة (ফুরকাত) তথা বিচ্ছিন্ন হয়ে ইসলামের নামে বা ইসলামের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও

[5] >> উদাহরনস্বরুপ বাংলাদেশে বিদ্যমান ইসলামের নামে, ইসলামের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামে দল-উপদলে<<

শব্দাবলীর নামে বিভিন্ন দলে-উপদলে [6] বিভক্ত করে বিচ্ছিন্ন করে রাখবেন না। বরং মহান আল্লাহ তাআ'লা দয়া বা করুণাবশত: মুসলিম মানুষের একটি অংশকে অবশ্যই সর্বদা "الْجَمَاعَةُ" (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত) নামে দলটির উপর পূর্ণ বহাল তবিয়তে রাখবেন। এ দলটি সম্পর্কে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেনঃ----------
---

প্রথম হাদিস শরীফঃ

"لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى ظَاهِرِيْنَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ(مَنْ يَخْذُلُهُمْ، التِّرْمِذِى) حَتَّى يَأْتِىَ أَمْرُ اللهِ " (4252) أبو داود (অর্থঃ "আমার উম্মতের একটি দল সর্বদাই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে ,আল্লাহর আদেশ আসা পর্যন্ত এদেরকে তাদের বিরোধীরা,(অপমানকারীরা, তিরমিজি) কোন ক্ষতি করতে পারবে না" আবু দাউদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪২৫২, সামান্য শব্দের পার্থক্য সহ আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত مَنْ خَالَفَهُمْ পরিবর্তে مَنْ يَخْذُلُهُمْ তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২২২৯।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফঃ

"لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى عَلَى الْحَقِّ لَا يُبَالُوْنَ مَنْ خَالَفَهُمْ أَوْ يَخْذُلُهُمْ حَتَّى يَأْتِىَ أَمْرُ اللهِ " (17155)- مسند أحمد অর্থঃ "আমার উম্মতের একটি দল সর্বদাই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে ,আল্লাহর আদেশ আসা পর্যন্ত তারা তাদের বিরোধীদের পরোয়া করবে না" মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৭১৫৫।

তৃতীয় হাদিস শরীফঃ

"لاَ تَزَالُ عِصَابَةُ مِنَ المُسْلِمِيءنَ يُقَاتِلُوْنَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ نَاوَأَ هُمْ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ - مسند أحمد (17124)

অর্থঃ- মুসলমানদের একটি দল সর্বদাই সত্যের জন্যে যুদ্ধ বা সংগ্রাম চালিয়ে যাবে । তারা তাদের বিরোধীদের উপর কিয়ামত পর্যন্ত বিজয়ী থাকবে ।মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৭১২৪ ।

সত্যের উপর প্রতিষ্ঠত এ দলটি মুসলিম বিশ্বের প্রত্যেকটি দেশেই বিশেষকরে বাংলাদেশে কেউ কেউ "সুন্নী" নাম ধারণ করে, আবার কেউ কেউ " أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ " (আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত " নাম ধারণ করে দুটি দলের মাঝে----------

(১) الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটির কাঠামো ও স্বকীয়তাসহ পূর্ণভাবে না হলেও দলটির মোটামোটি গুণাবলী পালন করে " خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা " সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর " সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম),তাবেঈ ও তাবে'- তাবেঈনগণের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামা কেরামগণের প্রদত্ত রায়-মতামত , الْاِجْتِهَادُ তথা গবেষণালব্ধ أَلسُّنَّةُ(আসসুন্নাহ)

[6] >> উদাহরনস্বরূপ বাংলাদেশে বিদ্যমান ইসলামের নামে, ইসলামের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামে দল-উপদলে<<

তথা নিয়ম, প্রণীত ফতওয়া , মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের হুবহু অনুসারী ও পূর্ণ সমর্থনকারী الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলবদ্ধ সর্বোৎকৃষ্ট মুসলিমগণের মাঝে الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটিকে একযোগে প্রচার করছে, ব্যাপক প্রসারের কাজ করছে ।

(২) "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ " (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " অন্তর্ভূক্ত الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটি থেকে الْفُرْقَة (ফুরকাত) তথা [7] দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা সর্বনিকৃষ্ট মুসলিমগণের মাঝে الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটিকে একযোগে প্রচার করছে, ব্যাপক প্রসারের কাজ করছে ।
তবে বাইতুলইল্লিয়্যিন ইসলামি গবেষণা কেন্দ্র (Baitulilliyeen Islamic Research Center), চরগোয়ালদী (মেঘনা নদীর পাড়), মঙ্গলেরগাঁও, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ এর প্রতিষ্ঠাতা-পরিচালক (অত্র গ্রন্থলিখক) "الْجَمَاعَةُ" (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত) নামে দলটির পূর্ণগুণাবলী এবং কাঠামো ও স্বকীয়তাসহ মুসলিম বিশ্বের প্রত্যেকটি দেশেই " خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা " সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর " অন্তর্ভূক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম এবং "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ " (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " অন্তর্ভূক্ত নিকৃষ্ট মুসলিমগণের মাঝে "الْجَمَاعَةُ"(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত)নামে দলটির ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের সার্বিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। মহান আল্লাহ তাআ'লাই তাওফিকদাতা ।
কিন্তু "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ " (আরযালুল কুরুনি) তথা " সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর(হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর) " অন্তর্ভূক্ত কতক নিকৃষ্ট মুসলিম মানুষ বা মুসলিম উলামাকেরামগণনের মন-মস্তিস্কে ও মগজে এ কথাটি বুঝে আসছেনা বা বোধগম্য হচ্ছেনা যে, الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি থেকে الْفُرْقَة (ফুরকাত) তথা বিচ্ছিন্ন হয়ে ইসলামের নামে বা ইসলামের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামে বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া হচ্ছে ضَلَالَةِ তথা পথ ভ্রষ্টতা এবং পথ ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত ব্যাক্তি (ضَالٌّ) তথা পথ ভ্রষ্ট । এটা "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ "(আরযালুল কুরুনি) তথা " সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর(হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর) " অন্তর্ভূক্ত কতক নিকৃষ্ট মুসলিম মানুষ বা মুসলিম উলামাকেরামগণনের জন্য মহা দূর্ভাগ্যজনক অবস্থা ও শেষ পরিণতি অশুভ । মহান আল্লাহ তাআ'লা এহেন দূর্ভাগ্যজনক অবস্থা ও অশুভ পরিণতি থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন । আমীন!
অতএব, আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উপরোক্ত কতগুলো পবিত্র বাণীর ভাষ্য থেকে এ কথা বুঝা গেল যে, الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি করা ও মানা ফরজ এবং الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল

[7] >> ইসলামের নামে, ইসলামের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামে উদাহরনস্বরুপ বাংলাদেশে বিদ্যমান দল-উপদলে<<

জামাআ'ত) নামে দলটি ত্যাগ কারী মুসলিম নহে এবং বাস্তবে সে মুসলিম পদবী নিয়ে বহাল থাকতে না পারায় তার আমল-ইবাদত কবুল হবে না ।

এতসব সতর্কতা দানের পর উপরোক্ত পরিণতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মহান আল্লাহ তাআ'লা দয়াবশতঃ মুসলিম মানুষকে পুনরায় আহবান জানিয়ে বলেন-" وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَ لاَ تَفَرَّقُوْا " অর্থঃ- "তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে ঐক্যবদ্ধভাবে / এক দলবদ্ধ হয়ে আঁকড়ে ধর এবং দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ো না", ছুরা আল ইমরান, আয়াত নং-১০৩।

উপরোক্ত আয়াতে কারিমাতে মুসলিম মানুষকে এক দলবদ্ধ হয়ে থাকতে অর্থাৎ الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলভুক্ত হয়ে থাকতে আদেশ দিয়েছেন এবং বিভিন্ন নামে দলে-উপদলে বিভক্ত হতে নিষেধ করেছেন । উপরোক্ত পবিত্র কুরআনের বাণী থেকে এই বুঝা গেল যে, الْجَمَاعَةَ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলভুক্ত হয়ে থাকা ফরজ এবং أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দল থেকে الْفُرْقَة (ফুরকাত) তথা বিচ্ছিন্ন হয়ে দলে-উপদলে বিভক্ত হওয়া হারাম। মহান আল্লাহ তাআ'লার উক্ত নির্দেশনাটি خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلاَثَة (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা " সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর " সর্বোতকৃষ্ট মুসলিম মানুষ অক্ষরে অক্ষরে হুবহু পালন করেছেন, মেনে চলেছেন এবং তাঁরা আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি বেহেস্তী দল الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটি ছাড়া অন্য কোন দল করেন নি । কারণ, তাঁরা জানেন মহান আল্লাহ তাআ'লার বণী -(" وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَ لاَ تَفَرَّقُوْا " অর্থঃ- "তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে এক দলবদ্ধ হয়ে আঁকড়ে ধর এবং দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ো না" ছুরা আল ইমরান, আয়াত নং-১০৩) মোতাবেক ওহীর মাধ্যমে আদিষ্ট হয়েই আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর প্রিয় উম্মতের জন্য ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি বেহেস্তী দল الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে একটি শরীয়তী তথা আইনি দল প্রবর্তন করে গেছেন ।

আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর ওহীর বিষয়টি নিম্ন বর্ণিত বাণীর মাধ্যমে এভাবে প্রকাশ করেছেন ।

বাণিটি এই----------

عَنِ الحَارِثِ الْأَشْعِرِي حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم قَالَ : " وَ أَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ اللهُ أَمَرَنِىْ بِهِنَّ السَّمْعُ وَ الطَّاعَةُ وَ الْجِهَادُ والْهِجْرَة وُالجَمَاعَةِ ـ سنن الترمذي (2763)

(অর্থঃ-- হারিছুল আশআ'রী (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত , তিনি বর্ণনা করেছেন, নিশ্চয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন : এবং আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের আদেশ করছি, আল্লাহ [তাআ'লা] আমাকে ঐগুলোর আদেশ দিয়েছেন, ১. শুনা (শুনতে) ২.আনুগত্য করা (মানতে) ৩. জিহাদ করা (জিহাদ করতে) ৪. হিজরত করা (হিজরত করতে) ৫. الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলবদ্ধ হয়ে থাকতে) , সুনানে তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ২৭৬৩) ।

উপরোক্ত হাদিস শরীফখানার ৫ নং বিষয়টিতে الْجَمَاعَةُ(আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত) দলটি করার জন্য মহান আল্লাহর আদেশের ওহীর বিষয়টি আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর প্রিয়

উম্মতকে অবহিত করে দিয়েছেন । أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি উহার নিজস্ব সকল গুণাবলী এবং কাঠামো ও স্বকীয়তাসহ خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة তথা " সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দী" পর্যন্ত হুবহু বিদ্যমান ছিল ।

পরবর্তীতে ইসলামের নামে বা ইসলামের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন নামে দল-উপদল গঠনে মহান আল্লাহ তাআ'লা ও আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিষেধাজ্ঞা>>(" وَ لَا تَفَرَّقُوْا " অর্থঃ- "এবং তোমরা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ো না", ছুরা আল ইমরান, আয়াত নং-১০৩)<<থাকা সত্বেও خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة তথা " সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর " পর "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ " (আরযালুল কুরুনি) তথা " সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর(হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর) শুরু থেকেই أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটির কর্মী হওয়ার,প্রকাশ্যে ব্যাপক প্রচার -প্রসার করার পরিবর্তে "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ " (আরযালুল কুরুনি) তথা " সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর(হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর)" অন্তর্ভূক্ত কতক নিকৃষ্ট মুসলিম মানুষ কর্তৃক ইসলামের নামে বা ইসলামের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন নামে গঠিত দলে-উপদলে বিভক্ত হওয়ার প্রচলন শুরু হয়ে যায় বা প্রচলন শুরু হতে থাকে ।
"أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ " (আরযালুল কুরুনি) তথা " সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর(হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর) " শুরুতেই "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ " (আরযালুল কুরুনি) তথা " সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর (হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর) " সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম উলামা কর্তৃক ইয়াহুদি ও খ্রীষ্টান জাতিদ্বয়ের আলিমদের পদাঙ্ক ও দৃষ্টান্ত অনুসরনে সর্ব প্রথম যে দল- উপদলটির আবির্ভাব হয়েছে তা হচ্ছে "আহলুল হাদিস" (أَهْلُ الحَدِيْثِ) প্রচলিত পরিভাষায় "আহলে হাদিস" বলে।
"أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ" (আরযালুল কুরুনি) তথা " সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর (হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ") আবির্ভাবিত এই "আহলুল হাদিস" (أَهْلُ الحَدِيْثِ) প্রচলিত পরিভাষায় "আহলে হাদিস"ই হচ্ছে ইয়াহুদি ও খ্রীষ্টান জাতিদ্বয়ের পদাঙ্ক ও দৃষ্টান্ত অনুসরনে কিয়ামত অবধি আসন্ন মুসলিম জাতির মধ্যে ইসলামের নামে বা ইসলামের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন নামে দল-উপদল গঠনের মাধ্যমে أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটির মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টির এক "সুদূরপ্রসারী সর্বনাশী প্রথম ঘৃন্য বীজ" । এই "আহলুল হাদিস" (أَهْلُ الحَدِيْثِ) প্রচলিত পরিভাষায় "আহলে হাদিস কর্তৃক দল-উপদল গঠনের মাধ্যমে বিভক্তি সৃষ্টির ধারাবাহিকতায় পরবর্তীকালে মুসলিম বিশ্বের সব জায়গায়ই ইসলামের নামে বা ইসলামের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন নামে দল-উপদল গঠনের সূত্রপাত ঘটতে থাকে । যেমনটি বর্তমানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, ইসলামের নামে বা ইসলামের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামে বিভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন নামে ((উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশে বিদ্যমান দল-উপদলগুলোর মত))<< ইত্যাদি দল-উপদল সৃষ্টি হয়েছে ।

"أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ " (আরযালুল কুরুনি) তথা " সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর (হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ") আবির্ভাবিত "আহলুল হাদিস" (أَهْلُ الحَدِيْثِ) প্রচলিত পরিভাষায় "আহলে হাদিস" দলটিকে ইয়াহুদি ও খ্রীষ্টান জাতিদ্বয়ের পদাঙ্ক ও দৃষ্টান্ত অনুসরনে কিয়ামত অবধি আসন্ন মুসলিম জাতির মধ্যে ইসলামের নামে বা ইসলামের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও

শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন নামে দল-উপদল গঠনের মাধ্যমে তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটির ভিতর বিভক্তি সৃষ্টির এক "সুদূরপ্রসারী সর্বনাশী প্রথম ঘৃন্য বীজ" বলার কারন এই যে, দল-উপদল গঠনে মহান আল্লাহ তাআ'লার এবং অমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিষেধাজ্ঞা>>(" وَ لاَ تَفَرَّقُوْا " অর্থঃ- "এবং তোমরা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ো না", ছুরা আল ইমরান, আয়াত নং-১০৩)<<থাকা সত্বেও তারা দল গঠনের পাশাপাশি আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি বেহেস্তী দল الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল নামধারীসহ দলবদ্ধ না হয়ে " خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلاَثَة " তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর "সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম) , তাবেঈন ও তাবে'- তাবেঈনগণের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণের প্রদত্ত রায়-মতামত, الْاِجْتِهَادُ তথা গবেষণালব্ধ أَلسُّنَّةُ(আসসুন্নাহ) তথা নিয়ম, প্রণীত ফতওয়া, মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের এবং তাঁদের প্রদত্ত বিভিন্ন পদ্ধতির বিরোধিতা করে নতুনভাবে মুসলিম জীবন পরিচালনা করার জন্য পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বিপরীত নতুন রায়-মতামত, ফতওয়া , সিদ্ধান্ত দিয়ে মুসলিম সমাজে বিশৃঙ্খলা, মতানৈক্য ও ফাসাদ সৃষ্টি করে চলছে ।

"أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ " (আরযালুল কুরুনি) তথা " সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর (হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ") আবির্ভাবিত "আহলুল হাদিস" (أَهْلُ الحَدِيْثِ) প্রচলিত পরিভাষায় "আহলে হাদিস" দলটির অনুসারী মুসলিম মানুষগণ নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলোতে (১) বিতর নামাজ পড়ার পদ্ধতি ও বিতর নামাজ আদায়ের পদ্ধতি প্রসঙ্গে (২) নামাজ শেষ করার পূর্বে-পরে দুআ' করা প্রসঙ্গে (৩) নামাজ শেষ করার পূর্বে-পরে-নামাজের ভিতর দাঁড়িয়ে দুআ' করা প্রসঙ্গে (৪) সিজদাতুস সাহয়ি (سِجْدَةُ السَّهوِ) তাশাহুদ ও সালামের পূর্বে -পরে এবং নামাজের পূর্বে -পরে করা প্রসঙ্গে (৫) জুমআ'র নামাজসহ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পূর্বে-পরে সুন্নাত ও নফল নামাজ পড়া প্রসঙ্গে (৬) তারাবিহ নামাজের রাকাআ'ত সংখ্যা ২০ এর কম প্রসঙ্গে (৭) পুরুষ ও মহিলার ফরজ-নফল যে কোন নামাজ আদায়ের নিয়ম-নীতিতে পার্থক্য আছে বিষয়টি স্বীকার করা ইত্যাদি বিষয়গুলোতে " خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلاَثَة তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামধারী দলবদ্ধ তাবেঈন ও তাবে'- তাবেঈনগণের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণের প্রদত্ত বিভিন্ন পদ্ধতির বিরোধিতা করে থাকে।

(১) "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ "(আরযালুল কুরুনি) তথা " সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর (হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ") আবির্ভাবিত "আহলুল হাদিস" (أَهْلُ الحَدِيْثِ) প্রচলিত পরিভাষায় "আহলে হাদিস" দলটির অনুসারী মুসলিম মানুষগণ কর্তৃক " خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلاَثَة " তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামধারী দলবদ্ধ তাবেঈন ও তাবে'- তাবেঈনগণের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণের প্রদত্ত বিভিন্ন পদ্ধতির বিরোধিতা করার চিহ্ন ও নিদর্শনঃ

(***)বিতর নামাজ প্রসঙ্গঃ

[ক] "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ " (আরযালুল কুরুনি) তথা " সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর (হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ") আবির্ভাবিত "আহলুল হাদিস" (أَهْلُ الحَدِيْثِ) প্রচলিত পরিভাষায় "আহলে হাদিস" দলটির অনুসারী মুসল্লিগণ বিতর নামাজ পড়ার বিষয়ে " خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلاَثَة " তথা " সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর " সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম) , তাবেঈন ও তাবে'- তাবেঈনগণের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণের প্রদত্ত বিভিন্ন পদ্ধতির বিরোধিতা করে প্রথমেই বিতর হিসেবে দাঁড়িয়ে তাকবীর দিয়ে বুকে হাত রেখে পৃথক এক রাকাআ'ত এর ভিতরই

সুরা পড়ে, সালামের পূর্বে দুই হাত তোলে দুআ'-মুনাজাত করে, অতপর রুকু-সিজদা করে, তাশাহুদের পর সালাম ফিরিয়ে উঠে যায় । তাদের এরূপ এক রাকাআ'তকে কিরূপে নামাজ বলা যায় । অথচ এক রাকাআ'ত বলতে কোন নামাজই নেই। এরূপ অবস্থাকে শুধু একটি রাকাআ'ত এবং একটি সিজদাই বলা হবে । এরূপ অবস্থাকে নামাজ বলা হবে না । কারন, আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা সকল হাদিস শরীফেই একসাথে দুই রাকাআ'তকে নামাজ বলেছেন,এক রাকাআ'তকে নামাজ বলেন নি ।এই বিষয়ে নিম্নে কয়েকটি হাদিস শরীফ উল্লেখ করা হল ।

প্রথম হাদিস শরীফ

عَنِ الْمِطَّلِبِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ :"الصَّلاَةُ مَثْنَى مَثْنَى ، وَتَشَهَّدُ وَتُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ ،وَتَبَاءَسُ وَتَمَسْكَنُ وَتُقْنِعُ يَدَيْكَ، وتَقُوْلُ : اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ ، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَهِيَ خِدَاجٌ -" قَالَ شُعْبَةُ : فَقُلْتُ : صَلاَتُهُ خِدَاجٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَقُلْتُ لَهُ : مَا الإِقْنَاعُ ؟ فَبَسَطَ يَدَيْهِ ، كَأَنَّهُ يَدْعُوْ " مسند أحمد (17801)

অর্থঃ-হযরত মুত্তালিব (রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: "সালাত বা নামাজ হচ্ছে দুই দুই রাকআ'ত, প্রতি দুই রাকআ'তেই তাশাহুদ পড়া ,দুরবস্থার ভান করা(নিজেকে দুর্দশাগ্রস্তবলে জাহির করা),মিসকিন সাজা, (সালামের পর) দুই হাত (উপরে) তোলা, আর বলবে : আল্লাহুম্মা আল্লাহুম্মা ! , অতএব, যে এটা করবেনা তা হলে (তার) নামাজ অসম্পূর্ণ" ।

শুবা (রাদিআল্লাহআনহু) বললেন : আমি বল্লাম : (صَلاَتُهُ خِدَاجٌ ؟) তার নামাজ কি অসম্পূর্ণ? তিনি (হযরত মুত্তালিব) বললেন: হাঁ, আমি তাকে (হযরত মুত্তালিবকে) বললাম: (مَا الإِقْنَاعُ ؟) ইকনা' কি? তিনি তাঁর হাত প্রসারিত করলেন, যেন তিনি দুআ' করছেন" । মুসনাদু আহমাদ, হাদিস শরীফ নং-১৭৮০১ ।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফ

عن الْفَضْلِ بْنِ عَبّا س ، عَنْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ : الصَّلاَةُ مَثْنَى مَثْنَى ، وَتَشَهَّدُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ ، وَتَضَرَّعُ ، وَتَخَشَّعُ ،وتَسَا كَنُ ، ثُمَّ تُقْنِعُ يَدَيْكَ يَقُوْلُ : تَرْفَعُهُمَا إِلَى رَبِّكَ عَزَّ وَجَلَّ مُسْتَقْبِلاً بِبَطُوْنِهِمَا وَجْهَكَ ،وَتَقُوْلُ : يَا رَبِّ يَا رَبِّ ، ثَلاَثًا فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذضلِكَ فَهِيَ خِدَاجٌ -" مسند أحمد (17797)

অর্থঃ- হযরত ফজল বিন আব্বাস (রাদিআল্লাহুআনহু) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: "সালাত বা নামাজ হচ্ছে দুই দুই রাকআ'ত, প্রতি দুই রাকআ'তেই তাশাহুদ পড়া , মিনতি করা(অনুনয়-বিনয় করা), বিনীত হওয়া, (সালামের পর) দুই হাত (الإِقْنَاعُ) ইকনা' করবে, তিনি (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) (الإِقْنَاعُ) ইকনা'র ব্যাখ্যা করে তিনবার বলেন: তুমি তোমার মুখমন্ডলকে কেবলামুখী করে তোমার প্রভূর দিকে দুই হাতকে উভয় হাতের পেট দিয়ে (উপরে) তুলবে, আর বলবে : ইয়া রব ইয়া রব ! , অতএব, যে এটা করবেনা তা হলে (তার) নামাজ অসম্পূর্ণ" । মুসনাদু আহমাদ, হাদিস শরীফ নং-১৭৭৯৭ ।

উপরে বর্ণিত দুইটি হাদিস শরীফ থেকেই জানতে পারলাম যে, "সালাত বা নামাজ হচ্ছে দুই দুই রাকআ'ত, একরাকাআ'ত বলতে কোন নামাজ নেই ।

এখন বিতর নামাজ পড়ার পদ্ধতি বর্ণনা করব ।

(***)[খ] বিতর নামাজ পড়ার পদ্ধতিঃ

দুই রাকাআ'ত নামাজের তাশাহুদ পড়ার পর সালাম না ফিরিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে আরো এক রাকাআ'ত মিলিয়ে রুকু-সিজদা করে তাশাহুদের পর সালাম ফিরিয়ে নামাজ শেষ করার নাম বা পদ্ধতিই হচ্ছে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার হাদিস

শরীফের বাণী অনুসারে "বিতর নামাজ" ।
যেমন- "বিতর নামাজ" পড়ার পদ্ধতিটি বুঝার জন্য আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার কয়েকটি হাদিস শরীফ নিম্নে উল্লেখ করব ।

প্রথম হাদিস শরীফ

عَنْ عَلِيٍّ،قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ : إِنَّ اللهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ فَأَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْانِ - مسند أحمد (1241)

অর্থঃ-হযরত আলী (রাদিআল্লাহআনহু) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহু (তাআ'লা) বিজোড়, তিনি বিজোড়কে ভালবাসেন, অতএব তোমরা বিতর(বিজোড়)কর হে কুরআনের অনুসারীরা । মুসনাদু আহমাদ, হাদিস শরীফ নং-১২৪১ ।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফ

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ قَالَ : الْوِتْرُ أَخِرُ رَكْعَةٍ مِنَ اللَّيْلِ - مسند أحمد (5111)

অর্থঃ-হযরত ওমর (রাদিআল্লাহআনহু) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: "বিতর হচ্ছে রাত্রের শেষ এক রাকাআ'ত । মুসনাদু আহমাদ, হাদিস শরীফ নং-৫১১১ ।

তৃতীয় হাদিস শরীফ

عَنْ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ قَالَ : صَلاَةَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَالْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ أَخِرِ اللَّيْلِ - مسند أحمد (4972)

অর্থঃ-হযরত ওমর (রাদিআল্লাহআনহু) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: "রাত্রের সালাত বা নামাজ হচ্ছে দুই দুই রাকআ'ত, আর বিতর হচ্ছে শেষ রাত্রের এক রাকাআ'ত । মুসনাদু আহমাদ, হাদিস শরীফ নং-৪৯৭২ ।

চতুর্থ হাদিস শরীফ

عنِ بْنِ عَبّا سٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ يَقُوْلُ ثَلاَثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضُ وَهُنَّ لَكُمْ تَطَوُّعٌ الْوِتْرُ و النَّحْرُ وَصَلاَةُ الضُّحَى - مسند أحمد (2078)

অর্থঃ-হযরত জাবের (রাদিআল্লাহুআনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বলতে শুনেছি, তিনটি বিষয় আমার উপর ফরজ আর ওগুলো তোমাদের জন্য ঐচ্ছিক বা বাড়তি কাজ, তা হচ্ছে বিতর, নহর বা কুরবানী ও দোহার নামাজ । মুসনাদু আহমাদ, হাদিস শরীফ নং-২০৭৮ ।

পঞ্চম হাদিস শরীফ

عن جَابِرٍ ،قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ يَقُوْلُ :مَنْ خَافَ مِنْكُمْ أَنْ لاَّ يَقُوْمَ بِاللَّيْلِ فَلْيُوْتِرْ ثُمَّ يَنَامِ ،وَمَنْ طَمِعَ مِنْكُمْ بِقِيَامٍ فَلْيُوْتِرْ مِنْ أَخِرِ اللَّيْلِ ،فَإِنَّ قِرَاءَةَ أَخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُوْرَةٌ ،وَذَلِكَ أَفْضَلُ - مسند أحمد (13848)

অর্থঃ-হযরত জাবের (রাদিআল্লাহুআনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বলতে শুনেছি, তোমাদের যে কেহই এই ভয় করে যে, রাত্রে উঠতে পারবে না সে বিতর করে নিক, তারপর ঘুমাবে, আর যে রাত্রে উঠতে পারবে আশা করে সে শেষ রাত্রে বিতর করে নিবে, কারন, নিশ্চয়ই রাত্রের কিরাআত পড়ার সময়ে (কুরআন তেলাওয়াত করার সময়ে) কলব উপস্থিত থাকে। ওটাই উত্তম ।মুসনাদু আহমাদ, হাদিস শরীফ নং-১৩৮৪৮

ছষ্ঠ হাদিস শরীফ

عَنْ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ قَالَ : صَلاَةَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ - مسند أحمد (4942)

অর্থঃ-হযরত ওমর (রাদিআল্লাহআনহু) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: "রাত্রের সালাত বা নামাজ হচ্ছে দুই দুই রাকআ'ত, যখন তুমি সুবহের ভয় করবে (ফজর নামাজের সময় হয়ে যাবে ভয় করবে তখন এক রাকাআ'ত বিতর করে নিবে । মুসনাদু আহমাদ, হাদিস শরীফ নং-৪৯৪২ ।

সপ্তম হাদিস শরীফ

عَنْ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ قَالَ : صَلاَةَ اللَّيْلِ وَ النَّهَا رِ مَثْنَى مَثْنَى سنن التِّرمِذِي (597)

অর্থঃ-হযরত ওমর (রাদিআল্লাহআনহু) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: "রাত্র ও দিনের সালাত বা নামাজ হচ্ছে দুই দুই রাকআ'ত, সুনানুতিরমিজি, হাদিস শরীফ নং-৫৯৭ ।

[গ] উপরোল্লিখিত প্রথম হাদিস শরীফ থেকে সপ্তম হাদিস শরীফ পর্যন্ত সকল হাদিস শরীফগুলোতেই দিন-রাত্রের নামাজসমূহের রাকাআ'ত সংখ্যা জোড় (أَلشَّفْعُ) হিসেবে একসাথে দুই দুই রাকাআ'ত উল্লেখ করা হয়েছে । জোড় (أَلشَّفْعُ) সংখ্যা হিসেবে একসাথে দুই রাকাআ'তকে নামাজ বলা হয়েছে । কোন হাদিস শরীফেই পৃথকভাবে এক রাকাআ'কে নামাজ বলা হয় নি । এমনকি পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজসমূহের রাকাআ'তও দুই দুই রাকাআ'ত করেই অবতীর্ন হয়েছে। পরবর্তীতে ফরজ ও নফল নামাজসমূহের কোনটিতে দুই রাকাআ'ত, কোনটিতে এক রাকাআ'ত বৃদ্ধি করা হয়েছে । আবার কোনটিতে কোন রাকাআ'তই বৃদ্ধি করা হয়নি । যেমন হাদিস শরীফে আছে –

অষ্টম হাদিস শরীফ

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : فُرِضَتِ الصَّلاَةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ بِمَكَّةَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فَلَمَّا خَرَجَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ فُرِضَتْ أَرْبَعًا، وَأُقِرَّتْ صَلاَةُ الشَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ ـ أَلسُّنَنُ الْكُبْرَى لِلْبَيْهَقِي(1696)

অর্থঃহযরত আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : মক্কাতে নবীসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উপর দুই রাকাআ'ত দুই রাকাআ'ত করে নামাজ ফরজ হরা হয়েছে । যখন তিনি মদীনায় গেলেন তখন চার ফরজ করা হয়েছে ।আর সফরের নামাজ দুই রাকাআ'তই স্থির রয়ে গেছে ।আস-সুনানুল কুবরা, বায়হাকী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৬৯৬ ।

যেমন- জোহর, আসর ও ইশার নামাজসমূহে দুই দুই রাকাআ'ত বৃদ্ধি করে চার চার রাকাআ'ত করা হয়েছে, মাগরিব নামাজে এক রাকাআ'ত বৃদ্ধি করে তিন রাকাআ'ত করা হয়েছে, এবং ফজর নামাজে কোন রাকাআ'তই বৃদ্ধি করা হয়নি । মাগরিব নামাজে এক রাকাআ'ত বৃদ্ধি করায় বিজোড়(أَلْوِتْرُ) সংখ্যা হিসেবে মাগরিব নামাজকে দিনের বিতর বলা হয়েছে ।পাশাপাশি মাগরিব নামাজের ন্যায় বিজোড় (أَلْوِتْرُ) সংখ্যা হিসেবে রাত্রের কোন একটি নামাজকে বিতর করতে বলা হয়েছে । নিম্নে বর্ণিত নবম হাদিস শরীফ ও দশম হাদিস শরীফদ্বয়ে এই বিষয়টির বর্ণনা আছে ।

নবম হাদিস শরীফ

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ :إِنَّ أَوَّلَ مَا فُرِضَتِ الصَّلاَةُ رَكْعَتَيْنِ ، فَلَمَّا قَدِمَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ و إِطْمَأَنَّ زَادَ رَكْعَتَيْنِ غَيْرَ الْمَغْرِبِ لِأَنَّهَا وِتْرٌ ـ أَلسُّنَنُ الْكُبْرَى لِلْبَيْهَقِي(1698)

অর্থঃ হযরত আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলে: প্রথমে দুই রাকাআ'ত নামাজ ফরজ করা হয়েছে । যখন আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা মদিনা আসলেন এবং প্রশান্তি লাভ করলেন মাগরিব নামাজ ব্যতীত (অন্যান্য নামাজে) দুই রাকাআ'ত করে বৃদ্ধি করা হয়েছে । কারণ, মাগরিব নামাজ হচ্ছে বিতর । সুনানু কুবরা, বায়হাকী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৬৯৮ । মাগরিব নামাজ যে বিতর তা নিম্নে বর্ণিত দশম হাদিস শরীফ , একাদশ হাদিস শরীফ ,দ্বাদশ হাদিস শরীফ এবং এয়োদশ হাদিস শরীফে আরো স্পষ্ট করে বর্ণনা করা হয়েছে ।

দশম হাদিস শরীফ

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : فُرِضَتِ الصَّلاَةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ بِمَكَّةَ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ زَادَ مَعَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ إِلاَّ الْمَغْرِبِ فَإِنَّهَا وِتْرُ النَّهَا رِ وَ صَلاَةَ الْفَجْرِ لِطُوْلِ قِرَأَتِهَا ـ مسند أحمد (26672)

অর্থঃ হযরত আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: মক্কাতে দুই দুই রাকাআ'ত নামাজ ফরজ করা হয়েছে । যখন রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা মদিনায় আসলেন মাগরিব নামাজ ব্যতীত (অন্যান্য নামাজে) প্রত্যেক দুই রাকাআ'তের সাথে দুই রাকাআ'ত করে বৃদ্ধি করেছেন, কারণ, মাগরিব নামাজ হচ্ছে বিতর এবং ফজর নামাজের দীর্ঘ কিরাআতের কারণে ফজর নামাজে দুই রাকাআ'ত বৃদ্ধি করেন নি । মুসনাদু আহমাদ, হাদিস শরীফ নং-২৬৬৭২ ।

একাদশ হাদিস শরীফ

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : فُرِضَتِ الصَّلاَةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ إِلاَّ الْمَغْرِبِ فُرِضَتْ ثَلاَثًا لِأَنَّهَا وِتْرُ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ إِذَ سَافَرَ صَلَّى الصَّلاَةَ الْأُوْلَى إِلاَّ الْمَغْرِبِ فَإِذَ أَقَامَ زَادَ مَعَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ إِلاَّ الْمَغْرِبِ لِأَنَّهَا وِتْرُ والصُّبْحَ لِأَنَّهَا يُطَوِّلُ فِيْهَا ا ـ مسند أحمد (26923)

অর্থঃ হযরত আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: মাগরিব নামাজ ব্যতীত দুই দুই রাকাআ'ত নামাজ ফরজ করা হয়েছে, এটা মাগরিব নামাজ) তিন রাকাআ'ত ফরজ করা হয়েছে, কেন না, এটা হচ্ছে বিতর। তিনি বলেন: যখন রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামামদিনায় সফরে যেতেন তখন তিনি মাগরিব ব্যাতীত (সব নামাজই) প্রথম অবস্থার নামাজ পড়তেন(দুই দুই রাকাআ'ত নামাজ পড়তেন) ।আবার যখন মুকীম হতেন মাগরিব নামাজ ব্যতীত (অন্যান্য নামাজে) প্রত্যেক দুই রাকাআ'তের সাথে দুই রাকাআ'ত করে বৃদ্ধি করতেন ।,কারণ, মাগরিব নামাজ হচ্ছে বিতর এবং প্রভাতের নামাজে কিরাআতে দীর্ঘ করতেন । মুসনাদু আহমাদ, হাদিস শরীফ নং-২৬৯২৩।

দ্বাদশ হাদিস শরীফ

عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ قَالَ: صَلاَةُ الْمَغْرِبِ وِتْرُ النَّهَا رِ فَأَوْتِرُوا صَلاَةَ اللَّيْلِ ،مسند أحمد (4941)

অর্থঃ-হযরত ওমর (রাদিআল্লাহআনহু) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: মাগরিব নামাজ হচ্ছে দিনের বিতর, অতএব, তোমরা রাত্রের নামাজের বিতর কর । মুসনাদু আহমাদ, হাদিস শরীফ নং-৪৬৪১ । একই বিষয় সামান্য শব্দের পার্থক্যে রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন:

এয়োদশ হাদিস শরীফ

عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ :" أَلْوِتْرُ ثَلاَثٌ كَثَلاَثِ الْمَغْرِبِ "ـ المعجم الأوسط لِطبراني (7170)

অর্থঃ- হযরত আয়িশা (রাদিআল্লাহআনহা) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: মাগরিবের তিন রাকাআ'তের ন্যায় বিতর তিন রাকাআ'ত । আল-মু'জামুল আওসাত, তাবারানী, হাদিস শরীফ নং-৭১৭০ ।

[ঘ] উপরে বর্ণিত নবম হাদিস শরীফ , দশম হাদিস শরীফ, একাদশ হাদিস ও দ্বাদশ হাদিস শরীফে কিভাবে একটি নামাজকে বিতর (বিজোড়) করতে হয় তা মাগরিব নামাজকে দিনের বিতর এবং মাগরিবের তিন রাকাআ'তের ন্যায় বিতর তিন রাকাআ'ত বলে উল্লেখ করে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর প্রিয় উম্মতকে মাগরিব নামাজের ন্যায় বিজোড় (أَلْوِتْرُ) সংখ্যা হিসেবে রাত্রের নামাজের বিতর করার পদ্ধতি শিখাইয়াছেন । মাগরিব নামাজকে বিতর করতে যেমন পৃথকভাবে এক রাকাআ'ত না পড়ে বরং একসাথে এক রাকাআ'ত মিলিয়ে বিতর করা হয়, ঠিক তেমনিভাবে রাত্রের কোন দুই রাকাআ'ত নামাজের সাথে এক রাকাআ'ত মিলিয়ে বিতর করতে হবে । এইভাবে মাগরিব নামাজের ন্যায় রাত্রে কোন এক সময়ে দুই রাকাআ'ত নামাজের পর তাশাহুদ পড়ে সালামের পূর্বে বসা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে মিলিয়ে এক রাকাআ'ত বিতর করতে হবে বরং পৃথকভাবে নহে । এটাই বিতর নামাজ পড়ার পদ্ধতি । " خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلاَثَة "তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈন ওতাবে'- তাবেঈনগণের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণ উপরোল্লিখিত প্রথম হাদিস শরীফ থেকে দশম হাদিস শরীফ পর্যন্ত সকল হাদিস শরীফগুলোতে বর্ণিত নিয়ম মেনে গিয়েছেন ।কিন্তু "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ " (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর (হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর) আবির্ভাবিত "আহলুল হাদিস" (أَهْلُ الحَدِيْثِ) প্রচলিত পরিভাষায় "আহলে হাদিস" দলটির অনুসারীরা উপরোল্লিখিত হাদিস শরীফগুলোর বিপরীতে মনগড়া নতুন পদ্ধতি উদ্বাবন করেছেন । আরো একটি আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, "আহলুল হাদিস" (أَهْلُ الحَدِيْثِ) প্রচলিত পরিভাষায় "আহলে হাদিস" দলটির অনুসারীরা নিম্নে বর্ণিত একাদশ হাদিস শরীফের বিপরীত এক রাকাআ'ত বিতরের ভিতরই তাশাহুদ ও সালামের পুর্বেই দাঁড়িয়ে দুই হাত উপরে তোলে দুআ' করে । অথচ এটা কোন হাদিস শরীফেই নেই । কারন, এই এক রাতাআ'তকে নামাজ হিসেবে পড়ার পদ্ধতি তো কোন হাদিস শরীফে নেই । এইরুপ একটি রুকু-সিজদাকে শুধু এক রাকাআ'ত ও এক সিজদাই বলা হবে । নামাজ বলা হবে না ।

উপরে বর্ণিত নবম হাদিস শরীফ ও দশম হাদিস শরীফদ্বয়ের মাধ্যমে বিতর নামাজ পড়ার পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে । উপরে বর্ণিত নবম হাদিস শরীফ ও দশম হাদিস শরীফদ্বয়ের মাধ্যমে বিতর নামাজ পড়ার পদ্ধতিটির ব্যাখ্যা আরো একটু পরিস্কার করার জন্য নিম্নে কয়েকখানা হাদিস শরীফ উল্লেখ করা হল ।

চতুর্দশ হাদিস
শরীফ

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ صَلاَةَ اللَّيْلِ فَقَالَ: صَلاَةَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى تُسَلِّمُ فِيْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ ،فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَصَلِّ رَكْعَةً تُوْتِرُ لَكَ مَا قَبْلَهَا - (5198)

অর্থঃ-হযরত ওমর (রাদিআল্লাহআনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিকট এসে তাঁকে রাত্রের নামাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল, তিনি (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন, "রাত্রের সালাত বা নামাজ হচ্ছে দুই দুই রাকআ'ত,

প্রত্যেক দুই রাকাআ'তেই সালাম ফিরাবে , তোমাদের যে কেহ (প্রত্যেকেই) দুই দুই রাকাআ'ত করে নামাজ পড়বে, যখন তুমি সুবহের ভয় করবে (ফজর নামাজের সময় হয়ে যাবে ভয় করবে) তখন তুমি এক রাকাআ'ত পড়বে যা তোমার পূর্বের নামাজকে বিতর করবে। মুসনাদু আহমাদ, হাদিস শরীফ নং-৫১৯৮ ।
উপরে বর্ণিত নবম হাদিস শরীফ ও দশম হাদিস শরীফখানাদ্বয়ের মাধ্যমে এক রাকাআ'ত বিতর পূর্বের দুই রাকাআত নামাজের সাথেই মিলাইয়া পড়তে হবে স্পষ্ট হয়ে গেল ।

পঞ্চদশ হাদিস শরীফ

عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ كَانَ لاَ يُسَلِّمُ فِى رَكْعَتَيْ أَلْوِتْرِ -- المعجم الأوسط لِطبراني (6661)
অর্থঃ- হযরত আয়িশা (রাদিআল্লাহআনহা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা "বিতরের দুই রাকাআ'তে সালাম ফিরাতেন না" । আল-মু'জামুল আওসাত, তাবারানী, হাদিস শরীফ নং-৬৬৬১ ।
এয়োদশ হাদিস শরীফখানাতে একথা বলা হয়েছে যে, বিতরের দুই রাকাআ'তে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা সালাম ফিরাতেন না । এতে প্রমাণ হয় যে, তিন রাকাআ'তের সমষ্টিই হচ্ছে বিতর নামাজ । দুই রাকাআ'ত নামাজ পড়ে তাশাহুদ পড়ে সালাম না ফিরিয়ে উঠে আরো এক রাকাআ'ত মিলিয়ে মোট তিন রাকাআ'ত পড়ে বসে তাশাহুদ, দরূদ ও দোয়া পড়ে সালাম ফিরিয়ে বিতর নামাজ সমাপ্ত করতে হবে । এটাই হচ্ছে বিতর নামাজ পড়ার পদ্ধতি ।

ষষ্ঠদশ হাদিস শরীফ

عَنْ مُحَمَّدِ بْنُ أَبِيْ يَحْيَ قَالَ: رَأَيْتُ عَبدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ ، وَرَأَى رَجُلاً رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلاَتِهِ ،فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ مِنْهَا ،
قَالَ: "إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ ، حَتَّى يَفْرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ " المعجم الكبير (90) - -
অর্থঃ-মুহাম্মদ বিন ইয়াহইয়া থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আব্দুল্লাহ বিন জুবাইরকে দেখেছি এবং তিনিও একজন লোককে নামাজ সমাপ্ত করার পূর্বে দুই হাত উপরে তোলে দুআ' করতে দেখেছেন, যখন সে নামাজ শেষ করল, তখন তিনি বললেন: " নিশ্চয়ই রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা নামাজ শেষ করা পর্যন্ত উপরে দুই হাত তুলতেন না । মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৯০ ।
উপরে বর্ণিত চতুর্দশ হাদিস শরীফের মাধ্যমে এই কথাও প্রমাণিত হল যে, যে কোন নামাজ শেষ করার পূর্বে দুই হাত উপরে তোলে দুআ' করা যাবে না ।

(***) বিতর নামাজ আদায়ের পদ্ধতিঃ

আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর প্রিয় উম্মতকে মাগরিবের ফরজ নামাজকে দিনের বিতর ঘোষণা করে বিতর নামাজ পড়ার পদ্ধতিকে "মডেল" হিসেবে উপস্থাপন করে মাগরিব নামাজের ন্যায়ই দুই রাকাআ'তের সাথে এক রাকাআ'ত মিলিয়ে বিতর নামাজ পড়ার পদ্ধতি শিখাইয়াছেন । আমি এখানে আরো ছয়খানা হাদিস শরীফ উপস্থাপন করে রাত্রের নফল নামাজকে মাগরিব নামাজের ন্যায়ই দুই রাকাআ'তের সাথে এক রাকাআ'ত মিলিয়ে বিতর নামাজ পড়তে হবে মর্মে দুই রাকাআ'তের সাথে এক রাকাআ'ত মিলিয়ে তিন রাকাআ'ত , চার রাকাআ'তের সাথে এক রাকাআ'ত মিলিয়ে পাঁচ রাকাআ'ত, ছয় রাকাআ'তের সাথে এক রাকাআ'ত মিলিয়ে সাত

রাকাআ'ত, আট রাকাআ'তের সাথে এক রাকাআ'ত মিলিয়ে নয় রাকাআ'ত অথবা আট রাকাআতের সাথে তিন রাকাআ'ত মিলিয়ে এগার রাকাআ'ত, এইভাবেই রাকাআ'তের সংখ্যা বাড়িয়ে জোড় সংখ্যাযুক্ত নামাজের সাথে এক রাকাআ'ত করে মিলিয়ে মিলিয়ে বিজোড় করে তের সংখ্যা পরিমাণ বিতর করাই হচ্ছে "বিতর নামাজ পড়ার পদ্ধতি" ।কারণ, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা সাধারণত: তের রাকাআ'তের বেশী বিতর নামাজ পড়তেন না এবং সাত রাকাআ'তের কম বিতর নামাজ পড়তেন না । উহাই হচ্ছে " السُّنَّةِ " (আস-সুন্নাহ) তথা নিয়ম । এই " السُّنَّةِ " (আস-সুন্নাহ) তথা নিয়ম মানাই আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উম্মতের উপর ফরজ । এটা এ জন্য যে, যেই " السُّنَّةِ " (আস-সুন্নাহ) তথা নিয়মের উপর আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা এবং তাঁর সাহাবীগণ(রাদিআল্লাহু আনহুম) জীবনের শেষ পর্যন্ত স্থায়ী ছিলেন উহাই হচ্ছে سُنَّةٌ قَائِمَةٌ (সুন্নাতুল কায়িমাতু) তথা প্রতিষ্ঠিত নিয়ম । " السُّنَّةِ " (আস-সুন্নাহ) তথা নিয়ম এবং سُنَّةٌ قَائِمَةٌ (সুন্নাতুল কায়িমাতু) তথা প্রতিষ্ঠিত নিয়ম সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে مَعْرِفَةُ أَهْلِ وَالْجَمَاعَةِ السُّنَّةِ (আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত) এর পরিচয় পর্বপৃষ্ঠা নং-১৩২ দ্রষ্টব্য ।

নিম্নে ০৭টি (সাতটি) হাদিস শরীফ উপস্থাপন করে উদাহরণ দিচ্ছি ইনশাআল্লাহু তাআ'লা ।

প্রথম হাদিস শরীফঃ

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ يُوْتِرُ بِخَمْسٍ وَ بِسَبْعٍ لاَ يَفْصِلُ بِسِلاَمٍ وَ لاَ بِكَلاَمٍ (1714)

অর্থঃ হযরত উম্মে সালমা (রাদিআল্লাহ আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলে: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা পাঁচ এবং সাত রাকাআ'ত বিতর করতেন, এর মাঝে সালাম দিয়ে এবং কথা-বার্তা দিয়ে পৃথক করতেন না । সুনানু নাসাই, হাদিস শরীফ নং-১৭১৪ ।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ يُوْتِرُ بِسَبْعٍ وَ بِخَمْسٍ لاَ يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِسَلِيْمٍ (1715)

অর্থঃ হযরত উম্মে সালমা (রাদিআল্লাহ আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা সাত অথবা পাঁচ রাকাআ'ত বিতর করতেন, এর মাঝে সালাম দিয়ে পৃথক করতেন না । সুনানু নাসাই, হাদিস শরীফ নং-১৭১৫ ।

তৃতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُوْنَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ فَصَلَّى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ الْعِشَاءَ ، ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى أَرْبَعًا ،ثُمَّ نَامَ ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى أَرْبَعًا فَقَالَ نَامَ الْغُلَيْمُ ، أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا قَالَ فَجِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَجَعَلَنِيْ عَنْ يَمِيْنِهِ ثُمَّ صَلَّى خَمْسَ رَكْعَاتٍ ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ نَامَ حَتَّى سَمِعْتُ غَطِيْطَهُ أَوْ خَطِيْطَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ - مُسْنَدُ أَحْمَدَ (3231)

অর্থঃ- হযরত ইবনু আব্বাস (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার স্ত্রী আমার খালা মায়মুনার নিকট রাত্রি যাপন করলাম , রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ইশার নামাজ পড়লেন, তারপর এসে চার রাকাআ'ত নামাজ পড়ে বললেন ছোট বালকটি ঘুমে গেল অথবা এরূপ কোন বাক্য বললেন, তিনি (ইবনু আব্বাস)বললেন, আমি এসে তাঁর বাম দিকে দাঁড়ালে তিনি আমাকে তাঁর ডান দিকে স্থাপন কলেন । অতপর পাঁচ রাকাআ'ত নামাজ পড়লেন, তারপর দুই রাকাআ'ত নামাজ পড়লেন, তারপর তিনি ঘুমিয়ে পরলে আমি তাঁর নাকের ডাক শুনলাম, তারপর তিনি নামাজের দিকে বের হলেন ।মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩২৩১ ।

চতুর্থ হাদিস শরীফঃ

عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَتَيْتُ خَالَتِي مَيْمُوْنَةَ فَبِتُّ عِنْدَهَا فَوَجَدْتُ لَيْلَتَهَا تِلْكَ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ فَصَلَّى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ الْعِشَاءَ ، ثُمَّ دَخَلَ بَيْتَهُ فَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيْفٌ فَجِئْتُ فَوَضَعْتُ رَأْسِي عَلَى نَاحِيَةٍ مِّنْهَا فَاسْتَيْقَظَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ فَنَظَرَ ،فَإِذَا عَلَيْهِ لَيْلٌ فَعَادَ فَسَبَّحَ وَكَبَّرَ حَتَّى نَامَ ، ثُمَّ إِسْتَيْقَظَ وَقَدْ ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ ، أَوْ قَالَ ثُلُثَاءَ فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ فَقَضَى حَاجَتَهُ ، ثُمَّ جَاءَ إِلى قِرْبَةٍ عَلَى شَجْبٍ فِيْهَا مَاءٌ فَمَضْمَضَ ثَلاَثًا وَ إِسْتَنْشَقَ ثَلاَثًا وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا وَذِرَاعَيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَ أُذُنَيْهِ مَرَّةً ، ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَيْهِ قَالَ يَزِيْدُ حَسِبْتُهُ قَالَ ثَلاَثًا ثَلاَثًا ، ثُمَّ أَتَى مُصَلاَّهُ فَقُمْتُ وَصَنَعْتُ كَمَا صَنَعَ، ثُمَّ جِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ وَأَنَا أُرِيْدُ أُصَلِّي بِصَلاَتِهِ فَأَمْهَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ حَتَّى إِذَا عَرَفَ أَنِّي أُرِيْدُ أَنْ أُصَلِّي بِصَلاَتِهِ لَفَتَ يَمِيْنَه فَأَخَذَ بِأُذُنِيْ فَأَدَارَنِيْ حَتَّى أَقَامَنِيْ عَنْ يَمِيْنِهِ فَصَلَّى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ مَا رَاى أَنَّ عَلَيْهِ لَيْلًا رَكْعَتَيْنِ فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّ الْفَجْرَ قَدْ دَنَا فَصَلَّى سِتَّ رَكْعَاتٍ أَوْتَرَ بِالسَّابِعَةِ حَتَّى إِذَا أَضَاءَ الْفَجْرُ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ وَضَعَ جَنْبَهُ فَنَامَ حَتَّى سَمِعْتُ فَخِيْخَهُ ، ثُمَّ جَاءَ بِلاَلٌ فَأَذَنَهُ بِالصَّلاَةِ فَخَرَجَ فَصَلَّى وَمَامَسَّ مَاءً فَقُلْتُ لِسَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ مَا أَحْسَنَ هَذَا فَقَالَ سَعِيْدُ بْنِ جُبَيْرٍ أَمَا وَاللهِ لَقَدْ قُلْتُ ذَاكَ لِإِبْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ مَهْ إِنَّهَا لَيْسَتْ لَكَ ،وَلاَ لِأَصْحَابِكَ إِنَّهَا لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ إِنَّهُ كَانَ يُحْفَظُ - مُسْنَدُ أَحْمَدَ (3559)

অর্থঃ হযরত ইবনু আব্বাস (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি আমার খালার নিকট এসে থাঁর নিকট রাত্রি যাপন করলাম, আমি তাঁর রাত্রিটি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা থেকে পাইলাম, তারপর, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ইশা পড়লেন, অতপর তিনি বাড়ীতে প্রবেশ করে আঁশপূর্ণ চামড়ার বালিশের উপর মাথা রাখলেন, আমি উক্ত বালিশের পার্শ্বে আমার মাথা রাখলে রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা জাগ্রত হয়ে তাকাতেই তাঁর সামনেই রাত্র দেখতে পেয়ে পুনরায় তাসবিহ, তাকবির পড়লেন, এমনকি তিনি ঘুমিয়ে গেলেন । তারপর, তিনি জাগ্রত হলে রাত্রের কিছু অংশ চলে গেল অথবা তিনি বললেন, তৃতীয়াংশ (চলে গেল) । অতপর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা উঠে প্রয়োজন সেরে পানির মশকের নিকট এসে তিনবার কুলি, তিনবার নাকে পানি দিয়ে তাঁর মুখমন্ডল তিনবার ধৌত করাসহ তাঁর হাত দুখানা তিন তিনবার ধৌত করলেন এবং তাঁর মাথা ও কান দুখানা মোসেহ করলেন । তারপর তিনি তাঁর পা দুখানা ধৌত করলেন । ইয়াযিদ বললেন, আমি মনে করেছি তিনি বলেছেন তিন তিনবার । তারপর তিনি (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) নামাজের মুসাল্লায় আসলেন । আমিও উঠলাম এবং তিনি যেমন করলেন আমিও তেমন করলাম। আমি তাঁর সাথে নামাজ পড়ার জন্য তাঁর বাম পার্শ্বে এসে দাঁড়ালাম । রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বিলম্ব করলেন, এমনকি তিনি বুঝতে পারলেন যে, আমি তাঁর সাথে নামাজ পড়ব তখন তিনি তাঁর ডান দিকে তাকিয়ে আমার কান ধরে ঘুরিয়ে তাঁর ডানে দাঁড় করালেন । অতপর যতটুকু তিনি মনে করলেন তাঁর সামনে রাত্র আছে ততটুকুতেই দুই রাকাআ'ত নামাজ পড়লেন । যখন ধারণা করলেন যে, ফজর আসন্ন তখন ছয় রাকাআ'ত নামাজ পড়ে সপ্তম রাকাআ'তে বিতর করলেন । এমনকি যখন ফজর আলোকিত হল তখন তিনি দাঁড়িয়ে দুই নামাজ পড়লেন । তারপর তিনি তাঁর পার্শ্ব রাখলে (শ্বায়িত হলে) ঘুমিয়ে গেলেন। এমনকি আমি তাঁর নাক ডাকার শব্দ শুনলাম । তারপর বিলাল আসলে তাকে নামাজের অনুমতি দিলেন । অতপর তিনি (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বের হয়ে এসে নামাজ পড়লেন । তিনি পানি স্পর্শ করলেন না। আমি সাঈদ বিন জুবাইরকে বললাম, এটা কি সুন্দর ! সাঈদ বিন জুবাইর বললেন, আল্লাহর শপথ, আমি এ বিষয়টি ইবনু আব্বাসকে বললাম। আহ! এটা নিশ্চয়ই না তোমার জন্য না তোমার সঙ্গী-সাথীদের জন্য । এটা নিশ্চয়ই রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার জন্য । কারণ, এটা সংরক্ষিত । মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৫৫৯ ।

পঞ্চম হাদিস শরীফঃ

عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَتَيْتُ خَالَتِي مَيْمُوْنَةَ فَوَجَدْتُ لَيْلَتَهَا تِلْكَ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ يَزِيْدَ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ : حَتَّى إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ الْأَوَّلُ أَمْسَكَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ هُنَيْئَةَ حَتَّى إِذَا أَضَاءَ لَهُ الصُّبْحُ قَامَ فَصَلَّى الْوِتْرَ تِسْعَ رَكْعَاتٍ يُسَلِّمُ فِى كُلِّ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ وِتْرِهِ أَمْسَكَ يَسِيْرًا حَتَّى إِذَا أَصْبَحَ فِى نَفْسِهِ قَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ لِصَلاَةِ الصُّبْحِ ثُمَّ وَضَعَ جَنْبَهُ فَنَامَ حَتَّى سَمِعْتُ جَخِيْفَةَ قَالَ : ثُمَّ جَاءَ بِلاَلٌ فَنَبَّهَهُ لِلصَّلاَةِ فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ فَصَلَّى الصُّبْحَ - مُسْنَدُ أَحْمَدَ (3571)

অর্থঃ হযরত ইবনু আব্বাস (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি আমার খালা মায়মুনার নিকট এসে তাঁর রাত্রিটি আমি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা থেকে পাইলাম, তিমন ইয়াযিদের মতই হাদিস উল্লেখ করলেন কিন্তু তিনি বললেন : এমনকি যখন প্রথম ফজর উদিত হল রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর অর্প সময়টুকু ধরে রাখলেন শেষ পর্যন্ত যখন তাঁর জন্য সুবহ বা প্রভাত আলেকিত হল তখন তিনি দাঁড়িয়ে নয় রাকাআ'ত দিয়ে বিতর নামাজ পড়লেন। প্রত্যেক দুই রাকাা'তেই সালাম ফিরালেন । এমনকি যখন তিনি বিতর থেকে অবসর হলেন তখন কিছু সময় ধরে রাখলেন ।শেষ পর্যন্ত যখন তিনি বুঝলেন প্রভাত হয়েছে তখন তিনি সুবহ বা প্রভাতের নামাজের জন্য ফজরের দুই রাকাআ'ত নামাজ পড়লেন । তারপর তিনি তাঁর পার্শ্ব রাখলে (শ্বায়িত হলে) ঘুমিয়ে গেলেন। এমনকি আমি তাঁর নাক ডাকার শব্দ শুনলাম ।তিনি (ইবনু আব্বাস) বলেন : তারপর বিলাল এসে তাঁকে (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে) নামাজের জন্য জাগ্রত করলেন । রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা উঠে সুবহ বা প্রভাতের নামাজ পড়লেন । মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৫৭১ ।

ষষ্ঠ হাদিস শরীফঃ

عَنْ مُحَمَّدِ بْنُ عَلِيّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ أَنَّهُ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَاسْتَنَّ ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ نَامَ ،ثُمَّ قَامَ فَاسْتَنَّ وَتَوَضَّأَ و صَلَّى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى صَلَّى سِتًّا ثُمَّ أَوْتَرَ بِثَلاَثٍ و صَلَّى رَكْعَتَيْنِ - مُسْنَدُ أَحْمَدَ (3333)

অর্থঃ মুহাম্মদ ইবনু আলীতিনি তার পিতা তিনি তার দাদা (রাদিআল্লাহু আনহুম) থেকে বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা রাত্রে উঠে মেসওয়াক করে দুই রাকাআ'ত নামাজ পড়লেন, তারপর ঘুমালেন, অতপর : ঘুম থেকে উঠে মেসওয়াক করে ওজু করে দুই রাকাআ'ত নামাজ পড়লেন, শেষ পর্যন্ত ছয় রাকাআ'ত নামাজ পড়লেন । অতপর তিন রাকাআ'ত বিতর নামাজ পড়লেন এবং দুই রাকাআ; (ফজরের সুন্নাত) নামাজ পড়লেন । মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৩৩৩ ।

সপ্তম হাদিস শরীফঃ

عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ يُصَلِّى بِاللَّيْلِ ثَمَانَ رَكْعَاتٍ وَيُوْتِرُ بِثَلاَثٍ وَ يُصَلِّى رَكْعَتَي الْفَجْرِ - مُسْنَدُ أَحْمَدَ (3062)

অর্থঃ হযরত ইবনু আব্বাস (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা রাত্রে আট রাকাআ'ত নামাজ পড়তেন । আর তিন রাতাআ'ত দিয়ে বিতর করতেন এবং ফজরের দুই রাকাআ'ত নামাজও পড়তেন । মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩০৬২ ।

অষ্টম হাদিস শরীফঃ

عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :كُنْتُ فِى بَيْتِ مَيْمُوْنَةَ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ فَقُمْتُ مَعَهُ عَلَى يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِيَدِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِيْنِهِ ، ثُمَّ صَلَّى ثَلاَثَ عَشْرَةَ حَزَرْتُ قَدْرَ قِيَامِهِ فِى كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ - مُسْنَدُ أَحْمَدَ (3527)

অর্থঃ হযরত ইবনু আব্বাস (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, আমি মায়মুনার বারীতে ছিলাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা রাত্রে নামাজের জন্য উঠলে আমি তাঁর সাথে তাঁর বাম পার্শ্বে দাঁড়াতাম । অতপর তিনি আমার হাত ধরে তাঁর ডান পার্শ্বে রাখতেন । তারপর তিনি তের রাকাআ'ত নামাজ পড়তেন । আমি প্রত্যেক রাকাআ'তে তাঁর কিয়াম বা দাঁড়ানোর পরিমাণ "يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ" সুরার পরিমাণ ধারণা করতাম । মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৫২৭ ।

নবম হাদিস শরীফঃ

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ بِكَمْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ يُوْتِرُ قَالَتْ بِأَرْبَعٍ و ثَلاَثٍ وَ سِتٍّ وَ ثَلاَثٍ و ثَمَانٍ وَ ثَلاَثٍ وَ عَشْرٍ وَ ثَلاَثٍ ، وَ لَمْ يَكُنْ يُوْتِرْ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلاَث عَشرَةَ ، وَ لاَ أَنْقَصَ من سَبْعٍ ، وَ كَانَ لاَ يَدَعُ رَكْعَتَيْنِ ـ مُسْنَدُ أَحْمَدَ (25798)

অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন আবি কায়স (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আয়িশাকে (রাদিআল্লাহু আনহাকে) জিজ্ঞাসা করলাম, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা কত (কত রাকাআ'ত) দিয়ে বিতর করতেন? তিনি বললেন, চার আর তিন, ছয় আর তিন, আট আর তিন, দশ আর তিন রাকাআ'ত দিয়ে বিতর করতেন এবং তের রাকাআ'তের বেশী নহে ও সাত রাকাআ'তের কম দিয়ে বিতর করতেন না । মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৫৭৯৮ ।

বিতর নামাজের উপসংহারঃ

উপরে আমি মাগরিব নামাজকে বিতর নামাজ পড়ার পদ্ধতি হিসেবে দেখিয়ে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার কতগুলো হাদিস শরীফ উদাহরণস্বরূপ উপস্থাপন করেছি ।এখন তিন রাকাআ'ত বিতর নামাজ কোন সুরা দিয়ে আদায় করেছেন তা আমি দেখাব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা । এতেই বুঝা যাবে যে, আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তিন রাকাআ' বিতর নামাজ দুই রাকাআ'তের সাথে এক রাকাআ'ত মিলিয়ে, না এক রাকাআ'ত পৃথক করে পড়েছেন ।

প্রথম হাদিস শরীফঃ

عَنْ أُبَي بِنْ كَعْبٍ قَالَ : : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ يُوْتِرُ بِ (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ أَلْأَعْلَى) وَ (قَلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ) وَ (قُلْ هُوَ أَللهُ أَحَدٌ) سنن إبن ماجه شريف (1171) +سنن أبي داود (1423)

অর্থঃ হযরত উবাই বিন কা'ব (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ أَلْأَعْلَى), (قَلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ) এবং (قُلْ هُوَ أَللهُ أَحَدٌ) সুরা দিয়ে বিতর করতেন । সুনানু ইবনু মাজাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১১৭১, সুনানু আবু দাউদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৪২৩ ।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يُوْتِرُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ قَالَتْ : كَانَ يَقْرَأُ فِى الرَّكْعَةِ الأُلَى بِ (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ أَلْأَعْلَى) وَ فِى الثَّانِيَةِ بِ (قَلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ) وَ فِى الثَّالِثَةِ (قُلْ هُوَ أَللهُ أَحَدٌ) وَ الْمُعَوَّذَتَيْنِ ـ مُسْنَدُ أَحْمَدَ (26546)

অর্থঃ হযরত আব্দুল আজিজ বিন জুরাইজ (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আয়িশাকে (রাদিআল্লাহু আনহাকে) জিজ্ঞাসা করলাম রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা কত কিদিয়ে বিতর করতেন? তিনি বললেন: তিনি (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) প্রথম রাকাআ'তে (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ أَلْأَعْلَى), দ্বিতীয় রাকাআ'তে (قَلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ) এবং তৃতীয়

রাকাআ'তে (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) ও (الْمُعَوِّذَتَيْنِ) সুরা দিয়ে বিতর করতেন । মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৬৫৪৬ ।

তৃতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سَأَلْنَا عَائِشَةَ بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يُوْتِرُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ قَالَتْ : كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الأُلَى بِ (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) وَ فِي الثَّانِيَةِ بِ (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ) وَ فِي الثَّالِثَةِ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) وَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ — سنن إبن ماجه شريف (1172)

অর্থঃ হযরত আব্দুল আজিজ বিন জুরাইজ (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আয়িশাকে (রাদিআল্লাহু আনহাকে) জিজ্ঞাসা করলাম রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা কত কিদিয়ে বিতর করতেন? তিনি বললেন: তিনি (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) প্রথম রাকাআ'তে (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى), দ্বিতীয় রাকাআ'তে (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ) এবং তৃতীয় রাকাআ'তে (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) ও (الْمُعَوِّذَتَيْنِ) সুরা দিয়ে বিতর করতেন । সুনানু ইবনু মাজাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১১৭২ ।

(২) "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ " (আরযালুল কুরুনি) তথা " সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর (হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ") আবির্ভাবিত "আহলুল হাদিস" (أَهْلُ الحَدِيْثِ) প্রচলিত পরিভাষায় "আহলে হাদিস" দলটির অনুসারী মুসলিম মানুষগণ কর্তৃক " خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة " তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামধারী দলবদ্ধ তাবেঈন ও তাবে'- তাবেঈনগণের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণের প্রদত্ত বিভিন্ন পদ্ধতির বিরোধিতা করার চিহ্ন ও নিদর্শনঃ

(***) নামাজ শেষ করার পুর্বে-পরে দুআ' করা পসঙ্গঃ

[ক] "আহলুল হাদিস" (أَهْلُ الحَدِيْثِ) প্রচলিত পরিভাষায় "আহলে হাদিস" দলটির অনুসারীরা উপরে বর্ণিত অষ্টম হাদিস শরীফের বিপরীত এক রাকাআ'ত বিতরের ভিতরই তাশাহুদ ও সালামের পুর্বেই দাঁড়িয়ে দুই হাত উপরে তোলে দুআ' করে ।

[খ] "আহলুল হাদিস" (أَهْلُ الحَدِيْثِ) প্রচলিত পরিভাষায় "আহলে হাদিস" দলটির অনুসারীরা নামাজের পর দুই হাত উপরে তোলে দুআ'-মুনাজাত করাকে হারাম বা বিদআ'ত বলে থাকে । তাদের এই কথা দ্বারা ইহাই প্রমাণ হয় যে, তারা নামাজের পর দুই হাত উপরে তোলে দুআ'-মুনাজাত করা সম্পর্কীয় হাদিস শরীফ সম্পর্কে অজ্ঞ ।যেখানে দুই হাত উপরে তোলে দুআ' করা সুন্নাত সেখানে তারা নামাজের পর দুই হাত উপরে তোলে দুআ'-মুনাজাত করাকে হারাম বা বিদআ'ত বলে বাঁধা দেয় আর যেখানে দুই হাত উপরে তোলে দুআ' করা প্রয়োজন নেই সেখানে দুআ' করতে বলে ।

নামাজের পর দুই হাত উপরে তোলে দুআ'-মুনাজাত করতে হবে মর্মে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার কয়েকটি হাদিস শরীফ নিম্নে উল্লেখ করা হল ।

প্রথম হাদিস শরীফ

عَنِ الْمِطَّلِبِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ :"الصَّلاَةُ مَثْنَى مَثْنَى ، وَتَشَهَّدُ وَتُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ ،وَتَبَاءَسُ وَتَمَسْكَنُ وَتُقْنِعُ يَدَيْكَ، وتَقُوْلُ : اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ ، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَهِيَ خِدَاجٌ -" قَالَ شُعْبَةُ : فَقُلْتُ : صَلاَتُهُ خِدَاجٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَقُلْتُ لَهُ : مَا الإِقْنَاعُ ؟ فَبَسَطَ يَدَيْهِ ، كَأَنَّهُ يَدْعُوْ " مسند أحمد (17801)

অর্থঃ-হযরত মুত্তালিব (রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: "সালাত বা নামাজ হচ্ছে দুই দুই রাকআ'ত, প্রতি দুই রাকআ'তেই তাশাহুদ পড়া ,দুরাবস্থার ভান করা(নিজেকে দুর্দশাগ্রস্তবলে জাহির করা),মিসকিন সাজা, (সালামের পর) দুই হাত (উপরে) তোলা, আর বলবে : আল্লাহুম্মা আল্লাহুম্মা ! , অতএব, যে এটা করবেনা তা হলে (তার) নামাজ অসম্পূর্ণ" । শুবা (রাদিআল্লাহআনহু) বললেন : আমি বল্লাম : (صَلَاتُهُ خِدَاجٌ ؟)তার নামাজ কি অসম্পূর্ণ? তিনি (হযরত মুত্তালিব) বললেন: হাঁ, আমি তাকে (হযরত মুত্তালিবকে) বললাম: (مَا الْإِقْنَاعُ ؟) ইকনা' কি? তিনি তাঁর হাত প্রসারিত করলেন, যেন তিনি দুআ' করছেন" । মুসনাদু আহমাদ, হাদিস শরীফ নং-১৭৮০১ ।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফ

عنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبّا سٍ ، عَن رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ سَلَّمَ قَالَ : الصَّلَاةُ مَثْنَى مَثْنَى ، وَتَشَهَّدُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ ، وَتَضَرَّعُ ، وَتَخَشَّعُ ،وتَسَا كُنُ ، ثُمَّ تُقْنِعُ يَدَيْكَ يَقُوْلُ : تَرْفَعُهُمَا إِلَى رَبِّكَ عَزَّ وَجَلَّ مُسْتَقْبِلاً بِبُطُوْنِهِمَا وَجْهَكَ ،وَتَقُوْلُ : يَا رَبِّ يَا رَبِّ ، ثَلَاثًا فَمِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذصلِكَ فَهِيَ خشدَاجٌ -" مسند أحمد(17797)

অর্থঃ- হযরত ফজল বিন আব্বাস (রাদিআল্লাহুআনহু) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: "সালাত বা নামাজ হচ্ছে দুই দুই রাকআ'ত, প্রতি দুই রাকআ'তেই তাশাহুদ পড়া , মিনতি করা(অনুনয়-বিনয় করা), বিনীত হওয়া, (সালামের পর) দুই হাত (الْإِقْنَاعُ) ইকনা' করবে, তিনি (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) (الْإِقْنَاعُ) ইকনা'র ব্যাখ্যা করে তিনবার বলেন: তুমি তোমার মুখমন্ডলকে কেবলামুখী করে তোমার প্রভূর দিকে দুই হাতকে উভয় হাতের পেট দিয়ে (উপরে) তুলবে, আর বলবে : (يَا رَبِّ يَا رَبِّ :)ইয়া রব ইয়া রব ! , অতএব, যে এটা করবেনা তা হলে (তার) নামাজ অসম্পূর্ণ" । মুসনাদু আহমাদ, হাদিস শরীফ নং-১৭৭৯৭।

নামাজের পর দুই হাত উপরে তোলে দুআ'-মুনাজাত করতে হবে মর্মে উপরে বর্ণিত আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার কয়েকটি হাদিস শরীফ থেকে এই কথা প্রমাণিত হল যে, নামাজের পর পরই দুই হাত উপরে তোলে দুআ'মুনাজাত শেষ করে মুখমন্ডল মোসেহ করা সুন্নাত ।

" خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةَ " তথা " সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর "সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম),তাবেঈন ওতাবে'- তাবেঈনগণের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণ উপরোল্লিত হাদিস শরীফ মোতাবেক নামাজের পর পরই দুই হাত উপরে তোলে দুআ' শেষ করে মুখমন্ডল মোসেহ করেছেন ।

এটা হচ্ছে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি বেহেস্তী দল الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলনামধারী মুসলিমগণের আমল ।

(৩) " أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ" (আরযালুল কুরুনি) তথা " সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর (হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ") আবির্ভাবিত "আহলুল হাদিস" (أَهْلُ الحَدِيْثِ) প্রচলিত পরিভাষায় "আহলে হাদিস" দলটির অনুসারী মুসলিম মানুষগণ কর্তৃক " خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةُ " তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর <u>أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামধারী দলবদ্ধ তাবেঈন ও তাবে'- তাবেঈনগণের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণের প্রদত্ত বিভিন্ন পদ্ধতির বিরোধিতা করার চিহ্ন ও নিদর্শনঃ</u>

<u>(***)</u> সিজদাতুস সাহয়ি (سِجْدَةُ السَّهوِ) নামাজের পূর্বে -পরে করা প্রসঙ্গঃ

এখন নামাজের ভিতর সিজদাতুস সাহয়ি (سِجْدَةُ السَّهوِ) কিভাবে করতে হবে তা বর্ণনা করা হবে মনে রাখতে হবে যে, সিজদাতুস সাহয়ি (سِجْدَةُ السَّهوِ) অধ্যায়ে বর্ণিত হাদিসসমূহের প্রত্যেকটিই একটি অপরটির ব্যখ্যাস্বরুপ এবং একটি অপরটির চেয়ে সম্প্রসারিত ও স্পষ্টবোধক । তাই, অধ্যয়নকালে পর্যায়ক্রমিক ধারাবাহিকতা রক্ষা করে অধ্যয়ন করতে হবে ।

প্রথম হাদিস শরীফঃ

عَنْ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ سَهَا الصَّلاَةَ فَسَجَدَ سَجْدَتَي السَّهْوِ بَعْدَ الْكَلاَمِ ـ مسند أحمد (4444)

অর্থঃ- হযরত আব্দুল্লাহ (রাদিআল্লাহুআনহু) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা নামাজে ভুল করে ফেললে কথা বলার পর দুটি সিজদাতুস সাহয়ি (سِجْدَةُ السَّهوِ) দিলেন । মুসনাদু আহমাদ, হাদিস শরীফ নং-৪৪৪৪ ।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّم قَالَ : مَنْ شَكَّ فِى صَلاَتِهِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ـ مسند أحمد (1772) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ جَعْفَرَ

অর্থঃ- হযরত আব্দুল্লাহ বিন জা'ফর (রাদিআল্লাহুআনহু) থেকোর্ণিত, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বলেন: যে তার নামাজে সন্দেহ করে সে বসা অবস্থায় দুটি সিজদা দিক (দিবে) । মুসনাদু আহমাদ, হাদিস শরীফ নং-১৭৭২ ।

তৃতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ جَعْفَرَ ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ : مَنْ شَكَّ فِى صَلاَتِهِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ ـ مسند أحمد (1777)

অর্থঃ- হযরত আব্দুল্লাহ বিন জা'ফর (রাদিআল্লাহুআনহু) থেকোর্ণিত, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বলেন: যে তার নামাজে সন্দেহ করে সে বসা অবস্থায় সালামের পর দুটি সিজদা দিক (দিবে) । মুসনাদু আহমাদ, হাদিস শরীফ নং-১৭৭৭ ।

চতুর্থ হাদিস শরীফঃ

عَنْ مَكْحُوْلٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ :إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فشَكَّ فِى صَلاَتِهِ فَإِنْ شَكَّ فِى الْوَاحِدَةِ وَ الثِّنْتَيْنِ فَلْيَجْعَلْهُمَا وَاحِدً وَإِنْ شَكَّ فِى إِثْنَتَيْنِ وَ الثَّلاَثِ فَلْيَجْعَلْهُمَا ثِنْتَيْنِ ، وَإِنْ شَكَّ فِى الثَّلاَثِ وَ الْأَرْبَعِ فَلْيَجْعَلْهُمَا ثَلاَثًا حَتَّى يَكُوْنَ الْوَهْمُ فِى الزِّيَادَةِ ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ،ثُمّ يُسَلِّمُ ـ مسند أحمد (1699)

অর্থঃ- হযরত মাকহুল (রাদিআল্লাহুআনহু) থেকে বর্ণিত,নিশ্চয়ই রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বলেছেন: যখন তোমাদের কেউ নামাজ পড়ে অতপর: সে তার নামাজে সন্দেহ করে, যদি সে এক বা দুই রাকাআ'তে সন্দেহ করে তা হলে সে উভয় রাকাআ'তকে এক রাকাআ'ত ধরে নিবে, আর যদি সে দুই বা তিন রাকাআ'তে সন্দেহ করে তা হলে সে উভয় রাকাআ'তকে দুই রাকাআ'ত ধরে নিবে, আর যদি সে তিন বা চার রাকাআ'তে সন্দেহ করে তা হলে সে উভয় রাকাআ'তকে তিন রাকাআ'ত ধরে নিবে যাতে ধারণা অতিরিক্ত বা বেশীর দিকে হয় । তারপর, সে (শেষ) সালামের পূর্বে দুটি সিজদা দিবে , অতপর, সালাম ফিরাবে । মুসনাদু আহমাদ, হাদিস শরীফ নং-১৬৯৯ ।

পঞ্চম হাদিস শরীফঃ

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ قَالَ :إِذَا كُنْتَ فِى الصَلاَةِ فَشَكَكْتَ فِى ثَلاَثٍ وَ أَرْبَعٍ وَأَكْثَرُ ظَنِّكَ عَلَى رَبَعٍ تَشَهَّدْتَ قَمَّ سَجَدْتَ سَجْدَتَيْنِ وَأَنْتَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ تُسَلِّمَ، ثُمَّ تَشَهَّدْتَ أَيْضًا ، ثُمَّ سَلَّمْتَ ـ مسند أحمد (4156)

অর্থঃ- হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাদিআল্লাহুআনহু) থেকেোর্ণিত, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বলেন: যদি তুমি নামাজে থাক, অতপর: তুমি তিন বা চার রাকাআ'তে সন্দেহ কর, আর বেশীর ভাগ ধারণা চারের দিকে (চার রাকাআ'তের দিকে) হয় তা হলে তুমি তাশাহুদ পড়বে, তারপর তুমি সালামের পূর্বে বসা অবস্থায় দুটি সিজদা করবে,তারপর আবারো তুমি তাশাহুদ পড়বে, তারপর সালাম ফিরাবে । মুসনাদু আহমাদ, হাদিস শরীফ নং-৪১৫৬ ।

ছষ্ঠ হাদিস শরীফঃ

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ : إِذَا شَكَكْتَ فِى صَلاَتِكَ وَأَنْتَ جَالِسٌ فَلَمْ تَدْرِ ثَلاَثًا صَلَّيْتَ أَمْ أَرْبَعًا فَإِنْ كَانَ أَكْثَرُ ظَنِّكَ أَنَّكَ صَلَّيْتَ ثَلاَثًا فَقُمْ فَارْكَعْ رَكْعَةً ،ثُمَّ سَلِّمْ ، ثُمَّ اسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ تَشَهَّدْ ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُ ظَنِّكَ أَنَّكَ صَلَّيْتَ أَرْبَعًا فَسَلِّمْ ، ثُمَّ اسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ ، ، ثُمَّ تَشَهَّدْ ثُمَّ سَلِّمْ ـ مسند أحمد (4157)

অর্থঃ- হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাদিআল্লাহুআনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: যখন তুমি বসা অবস্থায় নামাজে সন্দেহ কর, অতপর তুমি বুঝতে পারছনা যে, তুমি তিন বা চার রাকাআ'ত নামাজ পড়েছ । এমতাবস্থায় যদি তোমার বেশীর ভাগ ধারণা তিনের দিকে (তিন রাকাআ'তের দিকে) হয় তা হলে তুমি এক রাকাআ'ত পড়বে, তারপর, তুমি সালাম ফিরাবে, তারপর দুটি সিজদা করবে, তারপর তাশাহুদ পড়বে আর যদি তোমার বেশীর ভাগ ধারণা চারের দিকে (চার রাকাআ'তের দিকে) হয় তা হলে তুমি সালাম ফিরাবে, তারপর দুটি সিজদা করবে, তারপর তাশাহুদ পড়বে, তারপর সালাম ফিরাবে, । মুসনাদু আহমাদ, হাদিস শরীফ নং-৪১৫৭ ।

(৪) "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ " (আরযালুল কুরুনি) তথা " সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর (হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ") আবির্ভাবিত "আহলুল হাদিস" (أَهْلُ الحَدِيْثِ) প্রচলিত পরিভাষায় "আহলে হাদিস" দলটির অনুসারী মুসলিম মানুষগণ কর্তৃক " خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلاَثَة " তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَة (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামধারী দলবদ্ধ তাবেঈন ও তাবে'- তাবেঈনগণের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণের প্রদত্ত বিভিন্ন পদ্ধতির বিরোধিতা করার চিহ্ন ও নিদর্শনঃ

(***) জুমআ'র নামাজসহ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পূর্বে-পরে সুন্নাত ও নফল নামাজ পড়া প্রসঙ্গঃ

প্রথম হাদিস শরীফঃ

عَنْ إِبْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ تَطَوَّعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَ رَكْعَتَيْنِ بَعْد الْمَغْرِبِ وَ رَكْعَتَيْنِ بَعْد الْعِشَاء - ـ مسند أحمد (6369)

অর্থঃ-হযরত ইবনু ওমর (রাদিআল্লাহুআনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নফল বা অতিরিক্ত নামাজ ছিল জোহরের পূর্বে ও পরে দুই দুই রাকাআ'ত, মাগরিবের পরে দুই দুই রাকাআ'ত এবং ই'শার পরে দুই দুই রাকাআ'ত । মুসনাদু আহমাদ, হাদিস শরীফ নং-৬৩৬৯ ।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফঃ

قَالَ إِبْنُ عُمَرَ حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّم عَشْرُ صَلَوَاتٍ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ وَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الظُّهْرِ وَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ صَلاَةِ الظُّهْرِ وَ رَكْعَتَيْنِ بَعْد صَلاَةِ الْمَغْرِبِ وَ رَكْعَتَيْنِ بَعْد صَلاَةِ الْعِشَاء ـ مسند أحمد (5843+6086)

অর্থঃ-হযরত ইবনু ওমর (রাদিআল্লাহুআনহু) বলেন: আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা হতে দশটি নামাজ মুখস্ত করেছি, সোবহের বা ফজর নামাজের পূর্বে দুই দুই রাকাআ'ত, জোহর নামাজের পূর্বে ও পরে দুই দুই রাকাআ'ত, মাগরিব নামাজের পরে দুই দুই রাকাআ'ত এবং ই'শার নামাজের পরে দুই দুই রাকাআ'ত । মুসনাদু আহমাদ, হাদিস শরীফ নং-৬০৮৬+ ৫৮৪৩ ।

তৃতীয় হাদিস শরীফঃ

قالَ إِبْنُ عُمَرَ حَفِظْتُ مِنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَشْرُ صَلَوَاتٍ سِوَى الْفَرِيْضَةِ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَ رَكْعَتَيْنِ بَعْد الْمَغْرِبِ وَ رَكْعَتَيْنِ بَعْد الْعِشَاءِ وَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ ـ مسند أحمد (5862)

হযরত ইবনু ওমর (রাদিআল্লাহুআনহু) বলেন: আমি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা হতে ফরজ ব্যতীত দশটি নামাজ মুখস্ত করেছি, জোহরের পূর্বে ও পরে দুই দুই রাকাআ'ত, মাগরিবের পরে দুই দুই রাকাআ'ত , ই'শার পরে দুই দুই রাকাআ'ত এবং সকালের পূর্বে দুই দুই রাকাআ'ত । মুসনাদু আহমাদ, হাদিস শরীফ নং-৫৮৬২ ।

চতুর্থ হাদিস শরীফঃ

عَنْ إِبْنِ عُمَرَ قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِى الْحَضَرِ و السَّفَرِ فَصَلَّى الظُّهْرَ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَ صَلَّى الْعَصْرَ أَرْبَعًا وَلَيْسَ بَعْدَها شَيْءٌ وَ صَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلاَثًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَ صَلَّى الْعِشَاءَ أ رْبَعًا وَ صَلَّى فِى السَّفَرِ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَ الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَلَيْسَ بَعْدَها شَيْءٌ وَ الْمَغْرِبَ ثَلاَثًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَ الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ـ مسند أحمد (5738)

অর্থঃ-হযরত ইবনু ওমর (রাদিআল্লাহুআনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার সাথে মুকিম অবস্থায় ও সফর অবস্থায় নামাজ পড়েছি, তিনি মুকিম অবস্থায় জোহর চার রাকাআ'ত (ফরজ) ও এর পরে দুই রাকাআ'ত নামাজ (নফল) পড়েছেন, আসর চার রাকাআ'ত (ফরজ) নামাজ পড়েছেন ও এর পরে কোন কিছু না(কোন নফল নেই), মাগরিব তিন রাকাআ'ত(ফরজ) পড়েছেন ও এর পরে দুই রাকাআ'ত নামাজ (নফল) পড়েছেন, ই'শা চার রাকাআ'ত (ফরজ) পড়েছেন । আর সফরে জোহর দুই রাকাআ'ত (ফরজ) ও এর পরে দুই রাকাআ'ত নামাজ (নফল) পড়েছেন, আসর দুই রাকাআ'ত (ফরজ) নামাজ পড়েছেন ও এর পরে কোন কিছু না(কোন নফল নেই), মাগরিব তিন রাকাআ'ত(ফরজ) পড়েছেন ও এর পরে দুই রাকাআ'ত নামাজ (নফল) পড়েছেন, ই'শা দুই রাকাআ'ত (ফরজ) এবং এর পরে দুই রাকাআ'ত নামাজ (নফল) পড়েছেন । মুসনাদু আহমাদ, হাদিস শরীফ নং-৫৭৩৮ ।

পঞ্চম হাদিস শরীফঃ

عَنْ إِبْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم كَانَ يُصَلِّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِى بَيْتِهِ وَ بَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِى بَيْتِهِ ـ مسند أحمد (5392)

অর্থঃ-হযরত ইবনু ওমর (রাদিআল্লাহুআনহু) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা জোহরের পূর্বে দুই রাকাআ'ত(নফল) ও এর পরে দুই রাকাআ'ত(নফল), মাগরিবের পর বাড়ীতে দুই রাকাআ'ত (নফল) ,ই'শা দুই রাকাআ'ত(নফল) এবং জুমাআ'র পরে বাড়ীতে দুই রাকাআ'ত (নফল) নামাজ পড়তেন । মুসনাদু আহমাদ, হাদিস শরীফ নং-৫৩৯২ ।

ছষ্ঠ হাদিস শরীফঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ،قَالَ :قَالَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم : إِذَا صَلَّيْتُمْ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَصَلُّوْا أَرْبَعًا (سنن أَبِي دَاوُد- 1132)، فَإِنْ عَجِلَ بِكَ شَيْءٌ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ فى الْمَسْجِدِ وَ رَكْعَتَيْنِ إِذَا رَجَعْتَ ـ مسند أحمد (7518)

অর্থঃ- হযরত আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহুআনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: যখন তোমরা জুমআর পর নামাজ পরবে তখন চার রাকাআ'ত নামাজ পড়বে(সুনানু আবু দাউদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১১৩২) আর যদি তোমার কোন

কিছু তরান্বিতা থাকে তা হলে মসজিদে দুই রাকাআ'ত ও বারীতে গিয়ে দুই রাকাআ'ত (নফল) নামাজ পড়বে । মুসনাদু আহমাদ, হাদিস শরীফ নং-৭৫১৮ ।

সপ্তম হাদিস শরীফঃ

عَنْ إِبْنِ عُمَرَ يَقُوْلُ : كَانَتْ صَلاَةُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الَّتِى لاَ يَدَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَ رَكْعَتَيْنِ بَعْد الْمَغْرِبِ وَ رَكْعَتَيْنِ بَعْد الْعِشَاء وَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ ـ مسند أحمد (5222)

অর্থঃ-হযরত ইবনু ওমর (রাদিআল্লাহুআনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ত্যাগ করতেন না তাঁর এমন নামাজ হচ্ছে জোহরের পূর্বে দুই রাকাআ'ত(নফল) ও জোহরের পরে দুই রাকাআ'ত(নফল), মাগরিবের পরে দুই রাকাআ'ত(নফল), ই'শার পরে দুই রাকাআ'ত(নফল) এবং সোবহ বা ফজরের পূর্বে দুই রাকাআ'ত (নফল) নামাজ । মুসনাদু আহমাদ, হাদিস শরীফ নং-৫২২২ ।

অষ্টম হাদিস শরীফঃ

عَنْ إِبْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ : رَحِمَ اللهُ إِمْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا ـ ـ مسند أحمد (6077)

অর্থঃ-হযরত ইবনু ওমর (রাদিআল্লাহুআনহু) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: আল্লাহ তাআ'লা) এমন লোকের প্রতি দয়া করেন যে ব্যাক্তি আসরের পূর্বে চার রাকাআ'ত (নফল) নামাজ পড়ে । মুসনাদু আহমাদ, হাদিস শরীফ নং-৬০৭৭ ।

নবম হাদিস শরীফঃ

عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ قَالَ : " مَنْ صَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَ بَعْدَهَا أَرْبَعًا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ ـسنن إِبْنِ مَاجَه (1160)

অর্থঃ- হযরত উম্মু হাবিবা (রাদিআল্লাহুআনহা) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: যে ব্যাক্তি জোহরের পূর্বে চার রাকাআ'ত (নফল) ও জোহরের পরে চার রাকাআ'ত (নফল) নামাজ পড়বে আল্লাহ তাআ'লা) তাকে দোযখের উপর হারাম করে দেবেন ।সুনানু ইবনু মাজাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ১১৬০ ।

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ لاَ يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الغَدَاةِ ـ(سنن أَبِي دَاوُد 1182)

অর্থঃ- হযরত আ'য়িশা (রাদিআল্লাহুআনহা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা জোহরের পূর্বে চার রাকাআ'ত ও সকালের বা ফজরের পূর্বে দুই রাকাআ'ত (নফল) নামাজ ত্যাগ করতেন না । । সুনানু আবু দাউদ, হাদিস শরীফ নং-১১৮২ ।

(৫) "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ " (আরযালুল কুরুনি) তথা " সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর (হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ") আবির্ভাবিত "আহলুল হাদিস" (أَهْلُ الحَدِيْثِ) প্রচলিত পরিভাষায় "আহলে হাদিস" দলটির অনুসারী মুসলিম মানুষগণ কর্তৃক " خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلاَثَة " তথা সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَة (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামধারী দলবদ্ধ তাবেঈন ও তাবে'- তাবেঈনগণের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণের প্রদত্ত বিভিন্ন পদ্ধতির বিরোধিতা করার চিহ্ন ও নিদর্শনঃ

(***) পুরুষ ও মহিলাদের নামাজ আদায়ের নিয়ম-নীতিতে পার্থক্য প্রসঙ্গঃ

প্রথম হাদিস শরীফঃ

عَنْ وَائِلِ بِنْ حُجَرَ قَالَ : جِئْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: يَا وَائِلِ بِنْ حُجَرَ إِذَا صَلَّيْتَ فَاجْعَلْ يَدَكَ حِذَاءَ أُذُنَيْكَ وَ الْمَرْأَةُ تَجْعَلُ يَدَيْهَا حِذَاءَ ثَدْيِهَا – (20-19/22) (في المعجم الكبير للطبراني

অর্থঃ-হযরত ওয়ায়েল বিন হুজর (রাদিআল্লাহ আনহু) বলেন: আমি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার দরবারে উপস্থিত হলাম । তখন তিনি আমাকে (কথা-বার্তার সাথে এই কথাও) বললেন যে, হে ওয়ায়েল বিন হুজর! যখন তুমি নামাজ শুরু করবে তখন কান বরাবর হাত উঠাবে । আর মহিলা হাত উঠাবে তার স্তন (বক্ষ) বরাবর ।আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী, হাদিস শরীফ নং-২২/১৯-২০ ।

أَلْآثَارُ لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ >> সাহাবীগণের আছারঃ

প্রথম আছারঃ

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : إِذَا سَجَدَتِ الْمَرْأَةُ فَلْتَحْتَفِظْ وَلْتَصِقْ فَخْذَيْهَا بِبَطْنِهَا ـ مَصَنِّفُ عَبْدِ الرَّزاقِ-5072 +مُصَنَّفُ إِبْنِ أَبِي شَيْبَةَ -2793+الْسُنَنُ الْكُبْرَي لِلبَيْهَقِي-3322

অর্থঃ-হযরত আলী (রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: মহিলা যখন সিজদা করে তখন সে যেন খুব জড়সড় হয়ে সিজদা করে এবং উভয় উরু পেটের সাথে মিলিয়ে রাখে । মুসান্নাফু আব্দুর রাজ্জাক, বর্ণনা নং- ৫০৭২ + মুসান্নাফু আবি শাইবা, বর্ণনা নং- ২৭৯৩ + সুনানু বাইহাকি, হাদিস শরীফ নং-৩৩২২ ।

দ্বিতীয় আছারঃ

عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَلاَةِ الْمَرْأَةِ ؟فَقَالَ تُجْمَعُ و تُحْتَفَظُ ـ مُصَنَّفُ إِبْنِ أَبِي شَيْبَةَ -2793

অর্থঃ-হযরত আব্বাস (রাদিআল্লাহ আনহু) কে মহিলদের নামাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা তিনি বলেন: মহিলা যখন সিজদা করবে তখন সে যেন খুব জড়সড় হয়ে সিজদা করে এবং উভয় উরু পেটের সাথে মিলিয়ে রাখে (অঙ্গের সাথে অঙ্গ মিলিয়ে নামাজ আদাং করবে) । মুসান্নাফু আবি শাইবা, বর্ণনা নং- ২৭৯৪ ।

أَلْفَتَاوَى لِلتَّابِعِيْنَ >>তাবেঈনগণের রায়-মতামতঃ

রায়-মতামত নং-১

عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :تَجْمَعُ الْمَرْأَةُ إِذَا رَكَعَتْ تَرْفَعُ يَدَيْهَا إِلَى بَطْنِهَا وَتَجْمَعُ مَا اسْتَطَاعَتْ فَإِذَا سَجَدَتْ فَلْتَضمَّ يَدَيْهَا إِلَيْهَا وَتَضُمُّ بَطْنَهَا وَ صَدْرَهَا إِلَى فَخْذَيْهَا وَ تَجْمَعُ مَااسْتَطَاعَتْ ـ مَصَنِّفُ عَبْدِ الرَّزاقِ-5069 রুকুতে পুরুষের তুলনায় কম ঝুকা এবং রুকুতে উভয় বাহু পাজরের সাথে সম্পূর্ণ মিলিয়ে রাখা , সিজদাতে উভয় হাতের বাহু পাজরের সাথে যথাসম্ভব মিলিয়ে রাখা ,পুরুষের ন্যায় আঙ্গুল ফাঁক করে হাঁটু না ধরা । মুসান্নাফু আব্দুর রাজ্জাক, বর্ণনা নং- ৫০৫৯ ।

রায়-মতামত নং-২

عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ : إِذَا سَجَدَتِ الْمَرْأَةُ فَلْتَضمَّ فَخْذَيْهَا وَلْتَضَعْ بَطْنَهَا عَلَيْهَا ـ مُصَنَّفُ إِبْنِ أَبِي شَيْبَةَ -2795

অর্থঃ-হযরত ইবরাহিম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় উভয় হাত এমনভাবে উঠাতে হবে যাতে হাতের আঙ্গুলগুলো কাঁধ বরাবর হয়ে যায় । মুসান্নাফু আবি শাইবা, বর্ণনা নং-২৭৯৫ ।

রায়-মতামত নং-৩

عَنْ مُعَمَّرَ وَ الثَّوري عَن مَنْصُوْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ : كَانَتْ تُؤْمَرُ الْمَرْأَةُ أَنْ تَضَعَ ذِرَاعَيْهَا وَ بَطْنَهَا عَلَى فَخْذَيْهَا إِذَا سَجَدَتْ وَلاَ تَتَجَافَى كَمَا يَتَجَافَى الرَّجُلُ لِكَى لاَ تَرْفَعَ عَجِيْزَتَهَا ـ مَصَنِّفُ عَبْدِ الرَّزاقِ-5071+سُنَنُ الْكُبْرَي، بَيْهَقِي-3324

অর্থঃ-হযরত ইবরাহিম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: মহিলাদের আদেশ করা হত তারা যেন সিজদাতে উভয় রানের সাথে হাত ও পেট মিলিয়ে রাখে, পুরুষের মত অঙ্গ-প্রতঙ্গ ফাঁকা না করে যাতে কোমর উঁচু না হয়ে থাকে । মুসান্নাফু আব্দুর রাজ্জাক, বর্ণনা নং- ৫০৭১ + সুনানু বাইহাকি, হাদিস শরীফ নং-৩৩২৪ ।

রায়-মতামত নং-৪

حَدَّثَنَا جَرِيْرٍ عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَصْنَعَ الرَّجُلُ بَطْنَهُ عَلَى فَخْذَيْهِ إِذَا سَجَدَ كَمَا تَصْنَعُ الْمَرْأَةُ ـ مُصَنَّفُ إِبْنِ أَبِي شَيْبَةَ- 2896

অর্থঃ-হযরত মুজাহিদ থেকে বর্ণিত, তিনি পুরুষের জন্য মহিলার মত উরুর সাথে পেট লাগিয়ে সিজদা করাকে অপছন্দ করতেন। মুসান্নাফু আবি শাইবা, বর্ণনা নং- ২৪৯৬ ।

রায়-মতামত নং-৫

عَنْ الْأَوْزَاعِيْ قَالَ : تَرْفَعُ يَدَيْهَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهَا ـ ـ مُصَنَّفُ إِبْنِ أَبِي شَيْبَةَ- 2487

তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় উভয় হাত এমনভাবে উঠাতে হবে যাতে হাতের আঙ্গুলগুলো কাঁধ বরাবর হয়ে যায়/স্তন বরাবর হয়ে যায়, পুরুষের মত তাদের হাত উঠাবে না । মুজামুল কাবির, ২২/২৭২ + ।মুসান্নাফু আব্দুর রাজ্জাক, বর্ণনা নং-৫০৬৬ + মুসান্নাফু আবি শাইবা, বর্ণনা নং-২৪৮৫,৮৬,৮৭ ।

রায়-মতামত নং-৬

عَن الحَسَن وَ قَتَادَةَ قَالاَ إِذَا سَجَدَتِ الْمَرْأَةُ فَإِنَّهَا تَنْضَمُّ مَااسْتَطَاعَتْ وَلاَ تَتَجَافَى لِكَى تَرْفَعُ عَجِيْزَتَهَا ـ مَصَنَّفُ عَبْدِ الرَّزاقِ-5068 অর্থঃ- হযরত হাসান ও কাতাদা বলেনঃ মহিল যখন সিজদা রকবে তখন নিতম্ব যথাসম্ভব জমিনের সাথে মিলিয়ে রাখবে , অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ফাঁকা করে সিজদা করবে না যাতে কোমর উঁচু না হয়ে থাকে। মুসান্নাফু আব্দুর রাজ্জাক, বর্ণনা নং- ৫০৬৮ + মুসান্নাফু আবি শাইবা, বর্ণনা নং- ২৭৮২ ।

দশম হাদিস শরীফঃ

عَنْ خَالِدِ بْنِ الْجَلاَّجِ ، قَالَ : كُنَّ النِّسَاء ُيُؤْمَرُوْنَ أَنْ يَتَرَبَّعْنَ إِذَا جَلَسْنَ فِى الصَّلاَةِ ، وَ لاَ يَجْلِسْنَ جُلُوْسَ الرَّجُلِ عَلَى أَوْرَاكِهِنَّ ، يَتَّقِيْ ذَلِكَ عَلَى الْمَرْأَةِ مَخَافَةً أَنْ يَكُوْنَ مِنْهَا الشَّيْءُ ـ مُصَنَّفُ إِبْنِ أَبِي شَيْبَةَ 2799-

রায়-মতামত নং-৭

عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ : كَانَتْ تُؤْمَرُ الْمَرْأَةُ أَنْ تَضَعَ ذِرَاعَيْهَا وَ بَطْنَهَا عَلَى فَخْذَيْهَا إِذَا سَجَدَتْ وَلاَ تَتَجَافَى كَمَا يَتَجَافَى الرَّجُلُ لِكَى لاَ تَرْفَعَ عَجِيْزَتَهَا ـ سنن بيهقي ـ3324+ مَصَنَّفُ عَبْدِ الرَّزاقِ-5071

অর্থঃ-হযরত ইবরাহিম থেকে বর্ণিত, তিনি বলে: মহিলাদের আদেশ করা হত তারা যেন সিজদাতে উভয় রানের সাথে হাত ও পেট মিলিয়ে রাখে, পুরুষের মত অঙ্গ-প্রতঙ্গ ফাঁকা না করে যাতে কোমর উঁচু না হয়ে থাকে । মুসান্নাফু আব্দুর রাজ্জাক, বর্ণনা নং- ৫০৭১ + সুনানু বাইহাকি, হাদিস শরীফ নং-৩৩২৪ ।

রায়-মতামত নং-৮

উপরে বর্ণিত বিভিন্ন হাদিস শরীফ, সাহাবীগণের আছার ও তাবেঈনগণের ভাষ্য থেকে নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলো প্রাপ্ত ।

(***) নামাজে দাঁড়ানো অবস্থায় পুরুষ ও মহিলার নামাজ আদায়ের নিয়ম-নীতিতে পার্থক্যঃ

(ক) তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় হাত কাপড়ের ভিতর থেকে বের না করা ।মুসান্নাফু আব্দুর রাজ্জাক, বর্ণনা নং-৫০৬৬, ৫০৬৭ + সহীহ ইবনু খুজাইমা, হাদিস শরীফ নং-১৬৮৬ ।
(খ) +5066-مَصَنِّفُ عَبْدِ الرَّزاقِ - لاَ تَرْفَعُ يَدَيْهَا كَالرِّجَالِ
عَنْ الْأَوْزَاعِيْ قَالَ : تَرْفَعُ يَدَيْهَا حَذْوَ مَنْكَبَيْهَا – – مُصَنَّفُ إِبْنِ أَبِي شَيْبَةَ -2487
2487- ,2486 ,2485 – ثَدْيَيْهَا / তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় উভয় হাত এমনভাবে উঠাতে হবে যাতে হাতের আঙ্গুলগুলো কাঁধ বরাবর হয়ে যায়/স্তন বরাবর হয়ে যায়,পুরুষের মত তাদের হাত উঠাবে না । মুজামুল কাবির, ২২/২৭২ + ।মুসান্নাফু আব্দুর রাজ্জাক, বর্ণনা নং-৫০৬৬ + মুসান্নাফু আবি শাইবা, বর্ণনা নং-২৪৮৫,৮৬,৮৭ ।
(গ) 5067- مَصَنِّفُ عَبْدِ الرَّزاقِ - نَجْمَعُ الْمَرْأَةُ يَدَيْهَا فِى قِيَامِهَا مَااسْتَطَاعَتْ -দাঁড়ানো অবস্থায় হাত যথাসম্ভব শরীরের দিকে চেপে রাখা । ।মুসান্নাফু আব্দুর রাজ্জাক, বর্ণনা নং- ৫০৬৭ ।
(ঘ) হাত বুকের উপর রাখা ।

(***) রুকু অবস্থায় পুরুষ ও মহিলার নামাজ আদায়ের নিয়ম-নীতিতে পার্থক্যঃ

تَجْمَعُ الْمَرْأَةُ إِذَا رَكَعَتْ تَرْفَعُ يَدَيْهَا إِلَى بَطْنِهَا وَتَجْمَعُ مَا اسْتَطَاعَتْ – مَصَنِّفُ عَبْدِ الرَّزاقِ-5069–(ক) রুকুতে পুরুষের তুলনায় কম ঝুকা এবং রুকুতে উভয় বাহু পাজরের সাথে সম্পূর্ণ মিলিয়ে রাখা । (খ) পুরুষের ন্যায় আঙ্গুল ফাঁক করে হাঁটু না ধরা । মুসান্নাফু আব্দুর রাজ্জাক, বর্ণনা নং- ৫০৫৯ ।

(***) সিজদা অবস্থায় পুরুষ ও মহিলার নামাজ আদায়ের নিয়ম-নীতিতে পার্থক্যঃ

(ক) সিজদাতে কনুইসহ উভয় হাত মাটিতে মিলিয়ে রাখা ।পুরুষের ন্যায় কনুই উঁচু করে না রাখা । সুনানু বাইহাকি, হাদিস শরীফ নং-৩৩২৫ ।
(খ) عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: كَانَتْ تُؤْمَرُ الْمَرْأَةُ أَنْ تَضَعَ ذِرَاعَيْهَا وَ بَطْنَهَا عَلَى فَخْذَيْهَا إِذَا سَجَدَتْ وَلاَ تَتَجَافَى كَمَا يَتَجَافَى الرَّجُلُ لِكَى لاَ تَرْفَعَ عَجِيْزَتَهَا – سنن بيهقي –3324+ مَصَنِّفُ عَبْدِ الرَّزاقِ-5071
অর্থঃ-হযরত ইবরাহিম থেকে বর্ণিত, তিনি বলে: মহিলাদের আদেশ করা হত তারা যেন সিজদাতে উভয় রানের সাথে হাত ও পেট মিলিয়ে রাখে, পুরুষের মত অঙ্গ-প্রতঙ্গ ফাঁকা না করে যাতে কোমর উঁচু না হয়ে থাকে । মুসান্নাফু আব্দুর রাজ্জাক, বর্ণনা নং- ৫০৭১ + সুনানু বাইহাকি, হাদিস শরীফ নং-৩৩২৪ ।
(গ) সিজদাতে উভয় হাতের বাহু পাজরের সাথে যথাসম্ভব মিলিয়ে রাখা । মুসান্নাফু আব্দুর রাজ্জাক, বর্ণনা নং- ৫০৬৯+ মুসান্নাফু আবি শাইবা, বর্ণনা নং-২৭৭৮ ।
(ঘ) সিজদাতে একেবারে জড়সড় ও সংকুচিত হয়ে সিজদা করা । মুসান্নাফু আব্দুর রাজ্জাক, বর্ণনা নং- ৫০৭১ + মুসান্নাফু আবি শাইবা, বর্ণনা নং-২৭৮১,২৭৮২+ সুনানু বাইহাকি, হাদিস শরীফ নং-৩৩২৪ ।
(ঙ) অর্থঃ-সিজদাতে ডান দিক দিয়ে উভয় পা বের করে মাটিতে বিছিয়ে রাখা এবং উভয় পায়ের আঙ্গুলসমূহ যথাসম্ভব কিবলামুখী করে রাখা । মুসান্নাফু আব্দুর রাজ্জাক, বর্ণনা নং- ৫০৬৮ + মুসান্নাফু আবি শাইবা, বর্ণনা নং-২৭৭৭,২৭৮৩+ সুনানু বাইহাকি, হাদিস শরীফ নং-৩০১৬,৩৩২৪
(চ) এক রানের সাথে অন্য রান যথাসম্ভব মিলিয়ে রাখা । মুসান্নাফু আব্দুর রাজ্জাক, বর্ণনা নং- ৫০৭১ + সুনানু বাইহাকি, হাদিস শরীফ নং- ৩০১৬,৩৩২৪ ।

(ছ) عَنِ الحَسَنِ وَ قَتَادَةَ قَالاَ إِذَا سَجَدَتِ الْمَرْأَةُ فَإِنَّهَا تَنْضَمُّ مَااسْتَطَاعَتْ وَلاَ تَتَجَافَى لِكَى تَرْفَعُ عَجِيْزَتَهَا ـ مَصَنِّفُ عَبْدِ الرَّزَاقِ-

অর্থঃ- হযরত হাসান ও কাতাদা বলেনঃ মহিল যখন সিজদা রকবে তখন নিতম্ব যথাসম্ভব জমিনের সাথে মিলিয়ে রাখবে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ফাঁকা করে সিজদা করবে না যাতে কোমর উঁচু না হয়ে থাকে। মুসান্নাফু আব্দুর রাজ্জাক, বর্ণনা নং- ৫০৬৮ + মুসান্নাফু আবি শাইবা, বর্ণনা নং- ২৭৮২ ।

(***) বসা অবস্থায় পুরুষ ও মহিলার নামাজ আদায়ের নিয়ম-নীতিতে পার্থক্যঃ

عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :تَجْمَعُ الْمَرْأَةُ إِذَا رَكَعَتْ تَرْفَعُ يَدَيْهَا إِلَى بَطْنِهَا وَتَجْمَعُ مَا اسْتَطَاعَتْ فَإِذَا سَجَدَتْ فَلْتَضَمَّ يَدَيْهَا إِلَيْهَا وَتَضُمُّ بَطْنَهَا وَ صَدْرَهَا إِلَى فَخْذَيْهَا وَ تَجْمَعُ مَااسْتَطَاعَتْ ـ مَصَنِّفُ عَبْدِ الرَّزَاقِ-5069

عَنْ خَالِدِ بْنِ الْجَلاَّجِ ، قَالَ : كُنَّ النِّسَاء ُيُؤْمَرُوْنَ أَنْ يَتَرَبَّعْنَ إِذَا جَلَسْنَ فِى الصَّلاَةِ ، وَ لاَ يَجْلِسْنَ جُلُوْسَ الرَّجُلِ عَلَى أَوْرَاكِهِنَّ ، يَتَّقِىْ ذَلِكَ عَلَى الْمَرْأَةِ مَخَافَةً أَنْ يَكُوْنَ مِنْهَا الشَّيْءُ ـ مُصَنَّفُ إِبْنِ أَبِي شَيْبَةَ 2799-

(ক) বাম নিতম্বের উপর বসা । মুসান্নাফু আব্দুর রাজ্জাক, বর্ণনা নং- ৫০৭৪ + মুসান্নাফু আবি শাইবা, বর্ণনা নং- ২৭৮৩,২৭৯২ ।

(খ) ডান দিকে উভয় পা বের করে দিয়ে কিবলামুখী করে মাটিতে বিছিয়ে রাখা । মুসান্নাফু আব্দুর রাজ্জাক, বর্ণনা নং- ৫০৭৪,৫০৭৭ + মুসান্নাফু আবি শাইবা, বর্ণনা নং- ২৭৮৩,২৭৯২ + কিতাবুল আছার, ইমাম মুহাম্মদ, আছার নং-২১৬ ।

(গ) উভয় রান যথাসম্ভব মিলিয়ে রাখা । মুসান্নাফু আব্দুর রাজ্জাক, বর্ণনা নং- ৫০৬৯,৫০৭৭+ সুনানু বাইহাকি, হাদিস শরীফ নং-৩৩২৪ ।

(ঘ) বাম পা, ডান রান গোছার নীচে রাখা । মুসান্নাফু আবি শাইবা, বর্ণনা নং- ২৭৮৩ + আওজাযুল মাসালিক, ২/১১৮ ।

(ঙ) বৈঠকে উভয় হাতের আঙ্গুলসমূহ মিলিয়ে বরাবর করে রাখা । মুসান্নাফু আবি শাইবা, বর্ণনা নং-২৭৭৮ ।----------

এতক্ষণ "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ " (আরযালুল কুরুনি) তথা " সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর (হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও এর পরবর্তীশতাব্দীসমূহের) অন্তর্ভূক্ত সর্বনিকৃষ্ট মুসলিমদের সার্বিক আলোচনা ছেড়ে "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ " (আরযালুল কুরুনি) তথা " সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর (হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও এর পরবর্তীশতাব্দীসমূহের)ই অন্তর্ভূক্ত বিশেষ একটি দলের এমন একটি কর্মের উপর আলোচনা করে নিলাম তাদের যেই কর্মটি " خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلاَثَة " তথা " সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর " সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম) , তাবেঈন ও তাবে'- তাবেঈনগণের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণের প্রদত্ত রায়-মতামত, الْاِجْتِهَادُ তথা গবেষণালব্ধ أَلسُّنَّةُ (আসসুন্নাহ) তথা নিয়ম, প্রণীত ফতওয়া, মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের এবং তাঁদের প্রদত্ত বিভিন্ন পদ্ধতির পূর্ণ বিরোধী এবং أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটিরও বিরোধী । এখন পুনরায় "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ " (আরযালুল কুরুনি) তথা " সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর (হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও এর পরবর্তীশতাব্দীসমূহের) অন্তর্ভূক্ত সর্বনিকৃষ্ট মুসলিমদের সার্বিক আলোচনা শুরু করলাম ।----------

"আহলুল হাদিস" (أَهْلُ الحَدِيْثِ) প্রচলিত পরিভাষায় "আহলে হাদিস" দলটির অনুসারীরা ইয়াহুদি ও খ্রীষ্টান জাতিদ্বয়ের পদাঙ্ক ও দৃষ্টান্ত অনুসরনে প্রথম দল-উপদল গঠন করায় পরবর্তীতে এখন

সারা ইসলামি দুনিয়াতেই বিশেষ করে বাংলাদেশে "আহলুল হাদিস" (أَهْلُ الحَدِيْثِ) প্রচলিত পরিভাষায় "আহলে হাদিসের" পদাঙ্ক ও দৃষ্টান্ত অনুসরনে তাদেরই অনুরূপ দেখাদেখি "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ " (আরযালুল কুরুনি) তথা " সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর (হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও এর পরবর্তীশতাব্দীসমূহের) " কতক সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম উলামাগণ >>ইসলামের নামে বা ইসলামের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামে বিভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন নামে ((উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশে বিদ্যমান দল-উপদলগুলোর মত))<< বিভিন্ন নামে দল-উপদল গঠন করছে বা তাদের মাধ্যমে দল-উপদল গঠিত হতে চলছে । এই দল-উপদল গঠিত হওয়ার মাধ্যমে الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটির ভিতর বিভক্তি হতে চলছে যা মুসলিম মানুষ এখন স্বচক্ষে দেখছেন ।

যেমন বর্তমানে অল্পসংখ্যক মুসলিম ব্যতীত কেউ লজ্জাবশত: বা অন্য কোন স্বার্থের কারণে নিজের দলের নাম আর أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে নাম রাখতে চায়না বা রাখেনা । ফলশ্রুতিতে "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ "(আরযালুল কুরুনি) তথা " সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর (হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও এর পরবর্তীশতাব্দীসমূহের) " সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম উলামা কর্তৃক >>ইসলামের নামে বা ইসলামের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামে বিভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন নামে ((উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশে বিদ্যমান দল-উপদলগুলোর মত))<< দল-উপদল গঠনের মাধ্যমে الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামধারী দলবদ্ধ তথা ঐক্যবদ্ধ মুসলমানগণের মধ্যে ঐক্য বিনষ্ট হয়ে যাচেছ, অনৈক্য ও বিরোধ বৃদ্ধি ও প্রকট হচ্ছে।

এ বিভক্তির প্রতি কঠোর হুশিয়ার বাণী উচ্চারন করে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা অনেক হাদিস শরীফ বলে গেছেন । নিম্নে কয়েকখানা হাদিস শরীফ উল্লেখ করা হল ।(বর্তমানে হযরত ওমর রাদিআল্লাহ আনহুর খিলাফত প্রতিষ্ঠিত থাকলে বা হলে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার কঠোর হুশিয়ারসম্বলিত বাণীগুলো বাস্তবে কার্যকর হয়ে যেত) ।

(প্রথম হাদিস শরীফ)

عن أسامة بن شريك قا ل : قا ل " رسول الله صلي الله عليه وسلم من فرق بين أمتي و هم جميع فاضربوا رأسه كائنا من كان". "(490) في المعجم الكبير للطبراني ( ).

অর্থঃ- উসামা বিন শারিক থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন- "যে কেহ আমার এক দলবদ্ধ/একতাবদ্ধ উম্মতের মধ্যে বিভক্ত করতে চায় বা টুকরা টুকরা করতে চায় তার মাথা উড়িয়ে ফেল" । আল- মু'জামুল কাবির,তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪৯০

(দ্বিতীয় হাদিস শরীফ)

عن أسامة بن شريك قا ل : قا ل : " أيما رجل خرج يفرق بين أمتي فاضربوا عنقه"(489) في المعجم الكبير للطبراني

অর্থঃ- উসামা বিন শারিক থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন- "যে কেহ আমার الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলবদ্ধ উম্মতের মধ্যে বিভক্ত করতে চায় বা টুকরা টুকরা করতে চায় তার গর্দান উড়িয়ে ফেল" । আল-মু'জামুল কাবির,তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪৮৯ ।

কাজেই, আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল সম্পর্কে নির্দেশনা লঙ্গনকারী যে কোন লোকই মুসলিম পদবী ধারন করার অনুপযুক্ত ।

(তৃতীয় হাদিস শরীফ)

عن عرفجة بن ضريح الأشجعي، قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم" من خرج علي أمتي وهم جميع، يريد أن يفرق بين جماعتهم، فاقتلوه كائناً من كان"(5400) في المعجم الاوسط للطبراني.

অর্থঃ-আরফাজাহ বিন দরিহ আলআশজাই' থেকে বর্ণিত , রাসুলুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন- "যে কেহ আমার এক দলবদ্ধ/একতাবদ্ধ উম্মতের বিরোধিতা করে الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলকে বিভক্ত করতে চায় বা টুকরা টুকরা করতে চায় সে যে কেউ হউক না কেন তাকে হত্যা করে ফেল " । আল- মু'জামুল আওসাত,তাবারানী শরীফ, হাদিস নং-৫৪০০ ।

(চতুর্থ হাদিস শরীফ)

أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن زياد بن عن علاقة عن عرفجة أن النبي صلي الله عليه وسلم قال : "" من خرج علي أمتي وهم مجتمعون ، يريد أن يفرق بينهم ، فاقتلوه كائناً من كان (20713) في مصنف عبد الرزاق

অর্থঃ-আরফাজাহ থেকে বর্ণিত , নিশ্চয়ই রাসুলুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-"যে কেহ আমার এক দলবদ্ধ/একতাবদ্ধ উম্মতের বিরোধিতা করে الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলকে বিভক্ত করতে চায় বা টুকরা টুকরা করতে চায় সে যে কেউ হউক না কেন তাকে হত্যা করে ফেল" । মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক শরীফ, হাদিস নং-২০৭১৩ ।

(পঞ্চম হাদিস শরীফ)

" عَنْ عَبْدِ اللهِ قَا لَ : قَامَ فِيْنَا رسول الله صلي الله عليه وسلم ، فَقَا ل وَالذِي لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ لاَ يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنِّي رَسُوْلُ اللهِ ، إِلاَّ ثَلاَثَةَ نَفَرٍ التَّارِكُ الإِسْلاَمَ الْمُفَارِقُ الجَمَاعَةَ و الثَّيِّبُ الزَّانِيْ و النَّفسُ بِالنَفْسِ "(26113) في مسند احمد -

অর্থঃ-আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমাদের মাঝে রাসুলুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামা দাঁড়িয়ে বললেন, তাঁর শপথ যাকে ছাড়া অন্য উপাস্য নাই, এমন কোন মুসলিম মানুষের রক্ত বৈধ নহে যে সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া উপাস্য নাই এবং আমি নিশ্চিত আল্লাহর রাসুল , তবে তিন ব্যাক্তি ব্যতীত ১, الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)দলটি থেকে বিচ্ছিন্ন ইসলাম ত্যাগী ২.ভ্যাবিচারী বিবাহিতা ৩.নফসের বদলে নফস (হত্যাকারীর বিনিময়ে হত্যা)।মুসনাদে আহমাদ শরীফ. হাদিস শরীফ নং- ২৬১১৩।

(ছষ্ঠ হাদিস শরীফ)

" عَنْ عَبْدِ اللهِ قَا لَ : قا ل رسول الله صلي الله عليه وسلم ، لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنِّي رَسُوْلُ اللهِ ، إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثَ : التَّارِكُ لِدِيْنِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةَ و الثَّيِّبُ الزَّانِيْ و النَّفسُ بِالنَفْسِ "(1676) في مسلم -

অর্থঃ-আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসুলুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামা বললেন, এমন

কোন মুসলিম মানুষের রক্ত বৈধ নহে যে সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া উপাস্য নাই এবং আমি নিশ্চিত আল্লাহর রাসুল , তবে তিনের যে কোন এক (জন) ব্যাক্তি ব্যতীত
১.ভ্যাবিচারী বিবাহিতা
২.নফসের বদলে নফস (হত্যাকারীর বিনিময়ে হত্যা)
৩. الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)দলটি বিচ্ছিন্নকারী নিজ ধর্ম ত্যাগী । মুসলিম শরীফ. হাদিস শরীফ নং-১৬৭৬ ।

উলামাকেরামগণের অধিক জ্ঞানানুশীলনের জন্য নিম্নে আরো কতগুলো হাদিস শরীফ দেওয়া হল

(১) عن عرفجة بن ضريح الأشجعي، قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: " إِنَّهَا سَتَكُوْنُ هَنَاةٌ و هَنَاةٌ ، فَمَنْ جَاءَ غِلَى أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلي الله عليه وسلم وَهُمْ جَمِيْعُ يُرِيْدُ أَنْ يُفَرِّقهُم ، فاقتلوه كائناً من كان"(13798)) في المعجم الكبير للطبراني

(২) عن عرفجة بن ضريح الأشجعي، قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: " إِنَّهَا سَتَكُوْنُ بِعْدِيْ هَنَاةٌ و هَنَاةٌ ،فَمَنْ رَأَيْتُمُوهُ يُرِيْدُ أَنْ يُفَرِّق أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلي الله عليه وسلم وَهُمْ جَمِيْعُ ، فاقتلوه كائناً من كان"(13800)) في المعجم الكبير للطبراني

(৩) عن عرفجة بن ضريح الأشجعي، قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: " إِنَّهَا سَتَكُوْنُ هَنَاةٌ و هَنَاةٌ ،فَمَنْ رَأَيْتُمُوهُ يُفَرِّق بَيْنَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلي الله عليه وسلم وَهُمْ جَمِيْعُ ، فاقتلوه كائناً من كان"(13801)) في المعجم الكبير للطبراني

(8) عن عرفجة بن ضريح الأشجعي، قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: " إِنَّهَا سَتَكُوْنُ هَنَاةٌ و هَنَاةٌ ،فَمَنْ رَأَيْتُمُوهُ يَمْشِيْ إِلَى أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلي الله عليه وسلم يُفَرِّق جَمَاعَتَهُمْ ، فاقتلوه "(13803)) في المعجم الكبير للطبراني

এ রকম আরো অনেক হাদিস শরীফ রয়েছে সময়ের সংকুলতার কারণে এখানে উল্লেখ করা হল না।